BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AMBIA KIRAM (A) part3

জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন ? তখন তারা বল্‌বে, হাঁ (আছেন)। তখন (ঐ তাবেয়ীর তুফায়েলে) তাদেরকে জয়ী করা হবে।

٣٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِيُّ : هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ ، قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي ، فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى ، قُلْتُ كِسْرَى ، بْنُ هُرْمُزَ ؟ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً وَوَلَدًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَيَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَلاَيَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ : فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ

banglainternet.com

تَعَالَى وَكُنْتُ فِيْمَنِ افْتَتَحَ كَنُوْزَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبُو الْقَاسِمِ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ –

৩৩৪০ মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম (র) ..... আদি ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর মজলিসে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উৎপাতের কথা বলে অনুযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, হে আদী, তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ! আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখতে পাবে একজন উট সওয়ার হাওদানশীন মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবেনা। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিত্না ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে কিস্রার (পারস্য সম্রাট) ধনভাণ্ডার কবজা করা হয়েছে। আমি বললাম, কিস্রা ইব্ন হুরমুযের ? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, কিস্রা ইব্ন হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুষ্টিভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তিকে তালাশ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি মানুষও পাবেনা। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহ্র মাঝে অন্য কোন দোভাষী থাকবেনা যিনি ভাষান্তর করে বলবেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি (দুনিয়াতে) তোমার নিকট আমার বাণী পৌছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি ? সে বলবে হাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবাণী করিনি? তখন সে বলবে, হাঁ, দিয়েছেন। তারপর সে ডান দিকে নযর করবে, জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে নযর করবে, তখনো সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। আদী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, অর্ধেকটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজকে রক্ষা কর আর যদি তাও করার তৌফিক না হয় তবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সৎ ও ভাল কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী (রা) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উট সওয়ার মহিলা হীরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কা'বাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করেনা। আর পারস্য সম্রাট কিস্রা ইব্ন হুরমুযের ধনভাণ্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। যদি তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তবে নবী ﷺ যা বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। (অর্থাৎ মুষ্টিভরা স্বর্ণ দিতে চাইলে কিন্তু কেউ নিতে চাইবেনা।)

banglainternet.com

٣٣٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى أَهْلِ أُحُدٍ

صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّيْ فَرَطُكُمْ وَأَنَاشَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيْ الْأَنَ وَإِنِّيْ قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْاَرْضِ ، وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَخَافُ مِنْ بَعْدِيْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِن أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا –

৩৩৪১ সাঈদ ইব্ন শুরাহবিল (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাযার ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি, আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করব। আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম আমার ওফাতের পর তোমরা মুশ্‌রিক হয়ে যাবে এ আশঙ্কা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও মোহ তোমাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে তুলবে।

٣٣٤٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُطُمٍ مِّنَ الْإِطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَاأَرٰى اِنِّيْ أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ

৩৩৪২ আবু নু'আঈম (র) ..... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন মদীনায় একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলেন, তারপর (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে) বললেন, আমি যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ ? আমি দেখছি বারি ধারার ন্যায় ফাসাদ ঢুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ঘরে।

٣٣٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ

banglainternet.com

الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ وَبِالَّتِيْ تَلِيْهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ –

৩৩৪৩ আবুল ইয়ামান (র) ..... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, অচিরেই একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এতে আরবের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ ও মাজুজের দেয়ালে এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এ কথা বলে দু'টি আঙ্গুল গোলাকৃতি করে দেখালেন। যায়নাব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব, অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেক লোক রয়েছেন ? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, যখন অশ্লীলতা (ফিস্‌ক ও কুফর এবং ব্যাভিচার) বেড়ে যাবে। অন্য একটি বর্ণনায় উম্মে সালামা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, আজ কী অফুরন্ত ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারই সাথে অগণিত ফিত্‌না-ফাসাদ নাযিল করা হয়েছে।

٣٣٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ ابْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ إِنِّيْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِيْ مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ –

৩৩৪৪ আবূ নু'আঈম (র) .....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ সা'সা'আতকে বলেন, তোমাকে দেখছি তুমি বকরীকে অত্যন্ত পছন্দ করে এদেরকে সর্বদা লালন-পালন কর, তাই তোমাকে বলছি, তুমি এদের যত্ন কর এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কর। আমি নবী করীম

banglainternet.com

ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যামানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ। ইহাকে নিয়ে পর্বত শিখরে বারি বর্ষণের স্থানে চলে যাবে এবং রক্ষা করবে তাঁদের দীনকে ফিত্না ফাসাদ থেকে।

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ وَمَنْ تُشْرِفْ لَهَا يَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَّجَدَ مَلْجَاءً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْبِهِ * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰذَا ، اِلاَّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৩৩৪৫ আবদুল আযীয ওয়াইসী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, অচিরেই অসংখ্য সর্বগ্রাসী ফিত্না ফাসাদ আসতে থাকবে। ঐ সময় বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত আর চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিত্নার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিত্না তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) .. .. .:..নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া (রা) হতে আবূ হুরায়রা (রা)এর হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন যে এমন একটি সালাত রয়েছে (আসর) যে ব্যক্তির ঐ সালাত কাযা হয়ে গেল, তার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ

banglainternet.com

أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ -

৩৩৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তদাবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন ? নবী ﷺ বললেন,তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কর তোমাদের প্রাপ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর।

٣٣٤٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ ، قَالَ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَازُرْعَةَ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِىُّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ يَقُوْلُ هَلَاكُ أُمَّتِىْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِىْ فُلَانٍ وَبَنِىْ فُلَانٍ -

৩৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলি (যুবকগণ) জনগণকে ধ্বংস করে দিবে। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন ? তিনি বললেন, জনগণ যদি এদের সংশ্রব ত্যাগ করে দিত তবে ভালই হত। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মাক্‌কী (র) ..... সাঈদ উমাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা) এবং মারওয়ানের (রা) কাছে ছিলাম (তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) আবূ হুরায়রা (রা) বলতে লাগলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়স্ক ছেলেদের হাতে। এবং মারওয়ান বললেন, অল্প বয়স্ক ছেলেদের হাতে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নামও বলতে পারি, অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক।

banglainternet.com

٣٣٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ،وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ، قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ، قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ ، دُعَاةٌ إِلٰى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا ، فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذٰلِكَ ، قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ –

৩৩৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুসা (র) ..... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী করীম ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম; এ আশংকায় যেন আমি ঐ সবের মধ্যে নিপতিত না হই। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা জাহিলিয়্যাতে অকল্যাণকর পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করতাম এরপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর কোন প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ অমঙ্গলের পর কোন কল্যাণ আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মিশ্রিত। আমি বললাম, যে মন্দ মিশ্রিত কি ? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার আদর্শ ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা

banglainternet.com

করলাম, এরপর কি আরো অমঙ্গল আছে ? তিনি বললেন, হাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের আগমন ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সারা দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পতিত হই তবে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন ? তিনি বলেলেন, মুসলমানদের (বৃহৎ) দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তোমার দীনকে রক্ষা করবে।

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِىْ الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ –

৩৩৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীগণ কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি জানতে চেয়েছি ফিত্‌না ফাসাদ সম্পর্কে।

٣٣٥٠ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ـ

৩৩৫০ হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক। অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজেদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবে।

٣٣٥١ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَتَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ –

banglainternet.com

৩৩৫১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আর্বিভাব না হবে। এরা সবাই নিজ নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবী করবে।

٣٣٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ، قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي فِيْهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ ، حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي نَعَتَهُ –

banglainternet.com

৩৩৫২ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরাহ্ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি (বন্টনে) ইন্সাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে ইন্সাফ করবে কে ? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইন্সাফ না করি। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং সিয়াম তুচ্ছ বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন আলী (রা) ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল। আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে তার মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নবী করীম ﷺ বলেছিলেন।

٣٣٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

banglainternet.com

৩৩৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... সুয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এ অবস্থা হয় যে তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং আমরা পরস্পরে যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরী মাত্র। আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী। তারা নীতিবাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। তারা ইসলাম থেকে (এমন দ্রুত গতিতে ও চিহ্নহীনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করে (অন্তরে প্রবেশ) করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। এদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে কিয়ামাতের দিন।

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ، أَلَا تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللّٰهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৩৩৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... খাব্বাব ইব্‌ন আরত্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের (দুঃখ দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবেন না ? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হত। এ (অমানুষিক নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারতনা। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁছড়িয়ে শরীরের হাঁড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু

banglainternet.com

ছিন্নভিন্ন করে দিত ।এ (লোমহর্ষক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশংকাও করবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।

٣٣٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِيْ مُوْسٰى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِيْ بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ مُوْسٰى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ –

৩৩৫৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাবিত ইব্‌ন-কায়েস (রা)-কে (কয়েকদিন) তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে দেখলেন সাবিত (রা) তাঁর ঘরে নত মস্তকে (গভীর চিন্তায়মগ্ন অবস্থায়) বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাবিত, কি অবস্থা তোমার ? তিনি বললেন, অত্যন্ত করুণ। বস্তুতঃ তার গলার স্বর নবী করীম ﷺ-এর গলার স্বর থেকে উঁচু হয়েছিল। কাজেই (কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী) তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে নবী ﷺ-কে জানালেন সাবিত(রা) এমন এমন বলেছে। মূসা ইব্‌ন আনাস (র) (একজন রাবী) বলেন, ঐ সাহাবী পুনরায় এ মর্মে এক মহাসুসংবাদ নিয়ে হাযির হলেন (সাবিতের খেদমতে) যে নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ

banglainternet.com

الْكَهْفَ وَفِىْ الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٍ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْأٰنِ ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ -

৩৩৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... বার'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী (উসায়দ ইব্ন হুযায়র) (রাত্রি কালে) সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়ীতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন (আতংকিত হয়ে) লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, একখন্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকবে। ইহা তো সাকীনা-প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল।

٣٣٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى أَبِىْ فِىْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً ، فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِىْ، قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِىْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِىْ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِىْ كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ أَفْضُ مَا حَوْلَهُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى

banglainternet.com

الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِيْ أَرَدْنَا ، فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلَامُ ؟ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ ، قُلْتُ أَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِيْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِيْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ، ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلٰى بَطْنِهَا أُرٰى فِيْ جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ ، فَقَالَ إِنِّيْ أُرَكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ ، فَادْعُوا اللّٰهَ لِيْ فَاللّٰهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا ، فَجَعَلَ لَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَّاهُنَا ، فَلَا يَلْقٰى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ ، قَالَ وَوَفٰى لَنَا –

৩৩৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বক্‌র (রা) আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়ীতে আসলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে একটি হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বহন করে তাঁর সাথে চললাম। আমার পিতাও উহার মূল্য গ্রহণের জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বক্‌র, দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা কি করেছিলেন, যে রাতে (হিজরতের সময়) আপনি নবী ﷺ -এর সাথী ছিলেন ? তিনি বললেন,

banglainternet.com

হাঁ, অবশ্যই। আমরা (সাওর গুহা থেকে বের হয়ে) সারারাত চলে পর ·দিন দুপুর পর্যন্ত চললাম। যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার পতিত ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি নবী করীম ﷺ -এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ঐ স্থানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত রইলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক, তুমি কার অধীনস্থ রাখাল ? সে মদীনার কি মক্কার এক ব্যক্তির নাম বলল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মেষপালে কি দুগ্ধবতী মেষ আছে ? সে বলল, হাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিবে ? সে বলল, হাঁ। তারপর সে একটি বক্‌রী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালু, পশম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে দেখলাম এক হাত অপর হাতের উপর রেখে ঝাড়ছেন। তারপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সাথেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নবী করীম ﷺ -এর অজুর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়ে ছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম। (তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন) তাঁকে জাগানো উচিত মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাযির হলাম। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি ? আমি বললাম, হাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইব্‌ন মালিক (অশ্বারোহণে) আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অনুধাবনে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী করীম ﷺ তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত মাটিতে ধেবে গেল, শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এই শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এরূপ শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার (উদ্ধারের) জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহ্‌র কসম আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী করীম ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। সে রেহাই পেল। ফিরে যাওয়ার পথে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত, সে বলত (এদিকে গিয়ে পণ্ডশ্রম করো না।) আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়েছে। আবূ বক্‌র (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে।

٣٣٥٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ

banglainternet.com

عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ قُلْتَ طَهُوْرٌ كَلاَّ : بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ ، أَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا –

৩৩৫৮ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে (তার বাড়ীতে) গেলেন। রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন, কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ (পীড়াজনিত দুঃখকষ্টের কারণে) গোনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন। চিন্তার কারণ নেই গুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বেদুঈন বলল, আপনি বলেছেন গোনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তা তো নয়। বরং এতো এমন এক জ্বর যা বয়ঃবৃদ্ধের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাকে কবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাই হউক (পরদিন অপরাহ্নে সে মারা গেল।)

٣٣٥٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ وَاعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ –

banglainternet.com

৩৩৫৯ আবূ মামার (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক খৃষ্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান শিখে নিল। নবী করীম ﷺ -এর জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিলেন। খৃষ্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খৃষ্টানরা বলতে লাগল—এটা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব গভীর করে কবর খুঁড়ে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে (গ্রহণ না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।

٣٣٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ

৩৩৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে, তারপর অন্য কোন কিস্‌রার আবির্ভাব হবে না। যখন কায়সার (রোম সম্রাটের উপাধি) ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সারের আবির্ভাব হবে না। (তিনি ﷺ এও বলেছেন) ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই এ দুই সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে।

٣٣٦١ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ

banglainternet.com

৩৩৬১ কাবীসা (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন কিস্‌রার আগমন হবে না এবং কায়সার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আর

কোন কায়সারের আগমন হবে না। রাবী উল্লেখ করেন যে, (তিনি আরো বলেছেন) নিশ্চয়ই তাদের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হবে।

٣٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلَمَةَ فِيْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْكَ مَا رَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرُ مُسَيْلَمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ –

৩৩৬২ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যামানায় মুসায়লামাতুল কায্‌যাব আসল এবং (সাহাবা কেরামের নিকট) বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার স্বজাতির এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন। আর তাঁর সাথী ছিলেন সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সাথী দ্বারা বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিব না। তোমার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র যা ফায়সালা তা তুমি লংঘন করতে পারবেনা। যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখান হয়েছে। (ইব্‌ন আব্বাস (র) .....

banglainternet.com

বলেন,) আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (একদিন) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অহী এল, আপনি ফুঁদিন। আমি তাই করলাম। বালা দু'টি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দু'জন কায্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল কায্যাব।

٣٦٦٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلٰى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهْلِي إِلٰى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ ، أَوِالْهَجَرُ ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ أَنِّيْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَا مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرٰى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِيْ آتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ –

৩৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হাযর হবে। পরে বুঝতে পেলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াস্‌রিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেল। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই। তারপর দ্বিতীয় বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য হল যে, আল্লাহ্ মুসলমানগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা যবাই করা হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল — আল্লাহ্‌র তরফ হতে আগত ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান করেছেন।

banglainternet.com

٣٣٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِيْ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِيْ لِحَاقًا بِيْ ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ –

৩৩৬৪ আর নু'আঈম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমা (রা) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তার ডানপাশে অথবা বামপাশে (রাবির সন্দেহ) বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি (কি যেন) কথা বললেন। তখন তিনি (ফাতিমা) (রা) কেঁদে দিলেন। আমি (আয়েশা (রা) তাঁকে বললাম।) কাঁদছেন কেন ? নবী করীম ﷺ পুনরায় চুপিচুপি তার সাথে কথা বললেন। তিনি (ফাতিমা (রা)) এবার হেসে উঠলেন। আমি (আয়েশা (রা) বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে (ফাতিমা (রা)) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (নবী করীম ﷺ) কী বলেছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন কথাকে প্রকাশ করব না। পরিশেষে নবী করীম ﷺ -এর ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে (আবার) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছিলেন ? তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) প্রথম বার আমাকে বলেছিলেন, জিব্‌রাঈল (আ) প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার এরূপ পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে

banglainternet.com

এবং এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসি মহিলাদের অথবা মু'মিন মহিলাদের তুমি সরদার (নেত্রী) হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।

٣٣٦٥ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ بُوْفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَأَخْبَرَنِىْ أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ –

৩৩৬৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অন্তিম রোগকালে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। এরপর চুপিচুপি কি যেন বললেন। ফাতিমা (রা) তা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচুপি আরো কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, (প্রথম বার) নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে; তাই আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এতে আমি হেসে দিয়েছিলাম।

٣٣٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ –

banglainternet.com

৩৩৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) (তাঁর সভাসদদের মধ্যে) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। একদিন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, তাঁর মত ছেলে ত আমাদেরও রয়েছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ ত আপনি নিজেও জানেন। তখন উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডেকে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ওফাত নিকটবর্তী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উমর (রা) বললেন, আমিও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই জানি, যা তুমি জান।

٣٣٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِمُلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيْهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيْهِ أٰخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ فَكَانَ أٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ -

৩৩৬৭ আবূ নু'আঈম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর (একদিন বৃহস্পতিবার) একটি চাদর পরিধান করে এবং মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা মিম্বরের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করার পর বললেন, আম্মা বাদ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তাঁদের অবস্থা লোকের মাঝে এ রকম দাঁড়াবে যেমন খাদ্যের মধ্যে লবণ। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষকে উপকার বা ক্ষতি করার মত ক্ষমতা লাভ করবে তখন সে যেন আনসারদের ভাল কার্যাবলী কবূল করে এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার চোখে দেখে। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ -এর সর্বশেষ মজলিস।

٣٣٦٨ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِىُّ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

banglainternet.com

أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

৩৩৬৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন হাসান (রা)-কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিম্বারে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ ছেলেটি (নাতি) সাইয়্যেদ (সরদার)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে বিবদমান দু'দল মুসলমানের আপোস (সমঝোতা) করিয়ে দিবেন।

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعٰى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَّجِيءَ خَبَرُهُمَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ –

৩৩৬৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী) জাফর এবং যায়েদ (ইব্ন হারিস (রা)) এর শাহাদাত লাভের সংবাদ (আমাদেরকে) জানিয়ে দিয়েছিলেন, (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) তাদের উভয়ের শাহাদাত লাভের সংবাদ আসার পূর্বেই। তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রু বর্ষণ করছিল।

٣٣٧٠ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنِّيْ يَكُوْنُ لَنَا الْأَنْمَاطُ ، قَالَ اِمَّا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ ، فَأَنَا أَقُوْلُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِيْ عَنِّي أَنْمَاطَكِ ، فَتَقُوْلُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا –

৩৩৭০ আমর ইব্ন আব্বাস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি ? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায় ? তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা আনমাত লাভ করবে। (আমার স্ত্রী যখন আমার শয্যায় তা বিছিয়ে দেয়) তখন আমি তাকে বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে নাও। তখন সে বলল, নবী করীম ﷺ কি তা বলেন নাই যে, অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে ? তখন আমি তা (বিছান অবস্থায়) থাকতে দেই।

banglainternet.com

٣٣٧١ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قَالَ فَنَزَلَ عَلٰى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَبِيْ صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَقَدٌ يَطُوْفُ إِذَا أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ تَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلٰى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيْ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِيْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ ، قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُوْلُ لِسَعْدٍ لَاتَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّايَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ أَمَاتَعْلَمِيْنَ مَاقَالَ لِيْ أَخِيْ الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِيْ ، قَالَتْ ، فَوَاللّٰهِ مَايَكْذِبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوْا إِلٰى بَدْرٍ ، وَجَاءَ الصَّرِيْخُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ، أَمَاذَكَرْتَ مَاقَالَ لَكَ أَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيْ فَسِرْ بِنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللّٰهُ -

banglainternet.com

৩৩৭১ আহমদ ইব্ন ইসহাক (রা) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্ন মু'আয (রা) (আনসারী) 'ওমরা আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফ্ওয়ানের পিতা উমাইয়া ইব্ন খালাফ এর বাড়ীতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও সিরিয়ায় গমনকালে (মদীনায়) সাদ (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করত। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সাদ (রা) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জেহেল এসে হাযির হল। সা'দ (রা)-কে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তি কে? যে কা'বার তাওয়াফ করছে ? সাদ (রা) বললেন, আমি সাদ। আবূ জেহেল বলল, তুমি নির্বিঘ্নে কা'বার তাওয়াফ করছ ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ ? সাদ (রা) বললেন, হাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, আবুল হাকামের সাথে উচ্চস্বরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের (সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সা'দ (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উঁচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই ? তিনি বললেন হাঁ (তোমাকেই)। উমাইয়া বলল, আল্লাহ্র কসম মুহাম্মদ ﷺ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর উমাইয়া তার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী ভাই (মদীনা) আমাকে কি বলেছে ? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কি বলছে ? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ ﷺ ত মিথ্যা বলেন না। যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং আহবানকারী আহ্বান চালাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে কথা কি তোমার স্মরণ নেই ? তখন উমাইয়া (বদরের যুদ্ধে) না যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল। আবূ জেহেল তাকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। (তুমি যদি না যাও তবে কেউ-ই যাবে না) আমাদের সাথে দুই একদিনের পথ চল। (এরপর না হয় ফিরে আসবে।) উমাইয়া তাদের সাথে চলল। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় (বদর প্রান্তে মুসলমানদের হাতে) সে নিহত হল।

٣٣٧١ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ

banglainternet.com

عَبْقَرِيًّا فِى النَّاسِ يَفْرِىْ فَرِيَّهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ * وَقَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبَيْنِ –

৩৩৭২ আবদুর রহমান ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা (স্বপ্নে) লোকজনকে একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম। তখন আবূ বক্র (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং (একটি কূপ থেকে) এক অথবা দুই (রাবির সন্দেহ) বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর (রা) বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বৃহদাকার হয়ে গেল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে উমরের মত দক্ষ ও শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো দেখিনি। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাদের উটগুলিকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। হাম্মাম (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি আবূ বক্র দু'বালতি পানি উঠালেন।

٣٣٧٣ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ التَّرْسِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ تُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ اللّٰهِ مَاحَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ أَوْكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ –

৩৩৭৩ আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর উঠে গেলেন। নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি ? তিনি বললেন, এতো দেহ্ইয়া। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম। আমি দেহ্ইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নবী করীম ﷺ -কে তাঁর খুত্বায় জিবরাঈল (আ)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম। (সুলায়মান (রাবী) বলেন) আমি আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদীসটি আপনি কার কাছে শুনেছেন ? তিনি বললেন, উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর নিকট শুনেছি।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

২০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'কাফিরগণ নবী করীম ﷺ -কে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে, এবং তাদের এক দল জেনে শুনেই সত্য গোপন করে থাকে। (২ ঃ ১৪৬)

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهٗ أَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ ، فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ مَاقَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهٗ فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوْا صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَبِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৩৩৭৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কি বিধান পেয়েছ ? তারা বলল, আমরা এদেরকে লাঞ্ছিত করব এবং তাদের বেত্রাঘাত করা হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)

banglainternet.com

বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সংক্রান্ত আয়াতের উপর হাত রেখে তার পূর্বে ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল তথায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান রয়েছে। তখন ইয়াহূদিরা বলল, হে মুহাম্মদ! তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) সত্যই বলছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধানই রয়েছে। তখন নবী করীম ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (প্রস্তর নিক্ষেপকালে) ঐ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

٢٠٧٧. بَابُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ

২০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা মুজিযা দেখানোর জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আহ্বান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন

٣٣٧٥ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْهَدُوْا –

৩৩৭৫ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

٣٣٧٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ * وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ –

banglainternet.com

৩৩৭৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ও খালীফা (র) ..... আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুজিযা দেখানোর জন্য দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٧٧ حَدَّثَنِيْ خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৭৭ খালাফ ইব্ন খালিদ আল-কুরায়শী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

٢٠٧٨ بَابٌ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٣٧٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا ، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى أَتٰى أَهْلَهُ -

৩৩৭৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী (আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌র ও উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা) অন্ধকার রাতে নবী করীম ﷺ-এর দরবার হতে বের হলেন, তখন তাদের সাথে দু'টি বাতির ন্যায় কিছু তাদের সম্মুখভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সাথে এক একটি বাতি চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছে গেলেন।

banglainternet.com

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

৩৩৭৯ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... মুগিরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমন কি কিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِىءٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ، قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ هَانِىءٍ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৩৩৮০ হুমায়দী (র) ..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্‌র দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা সাহায্য না করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে, তারা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা তাদের অবস্থার উপর মযবুত থাকবে। উমাইর ইব্ন হানী (র) মালিক ইব্ন ইউখামিরের (র) বরাত দিয়ে বলেন, মু'আয (রা) বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ার অবস্থান করবে। মু'আবিয়া (র) বলেন, মালিক (র)-এর ধারণা যে ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয (রা) বলেছেন।

٣٣٨١ حَدَّثَنَاعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَىَّ يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ الْبَارِقِىُّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ

banglainternet.com

إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَّارَةَ جَاءَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِّىْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُوْنَهُ عَنْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِىْ الْخَيْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِىْ دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا ، قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِىْ لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ –

৩৩৮১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দীনার দিয়ে দু'টি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে হাযির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন। সুফিয়ান (র) শাবীব (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে বরকত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। রাবী বলেন, আমি তার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি। সুফিয়ান (র) বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য যে বকরীটি ক্রয় করা হয়েছিল, তা ছিল কুরবানীর উদ্দেশ্যে।

٣٣٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

৩৩৮২ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, ﷺ ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

banglainternet.com

٣٣٨٣ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسِ ابْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ –

৩৩৮৩ কায়স ইব্ন হাফ্স (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

٣٣٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ كَذٰلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ لَهُ، وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا اَنْزَلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ –

৩৩৮৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার। (ঘোড়া পালন) একজনের জন্য পুণ্য, আর একজনের জন্য (দারিদ্র্য ঢেকে রাখার) আবরণ ও অন্য আর একজনের জন্য পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহ্ রাস্তায় (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে সদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা দড়ি দিয়ে কোন চারণভূমি বা বাগানে বেঁধে রাখে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অং

banglainternet.com

তত পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিড়ে ফেলে এবং দুই একটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায় তার পরে তার লেদাগুলিও নেকী বলে গণ্য হবে। যদি কোন নদী-নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পানি পান করানোর ইচ্ছা করে নাই তাও তার নেক আমলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা দারিদ্রের গ্লানি ও পরমুখাপেক্ষীতা থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহ্‌র যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়। (অর্থাৎ তাঁর যাকাত আদায় করে) তবে এই ঘোড়া তার জন্য আযাব থেকে আবরণ স্বরূপ। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং আহলে ইসলামের সাথে শত্রুতার কারণে ঘোড়া লালন-পালন করে এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা হবে। নবী করীম ﷺ -কে গাধা (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন আয়াত আমার নিকট অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক অনুপম আয়াতটি আমার নিকট নাযিল হয়েছেঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে। (৯৯ঃ ৭৮)

٣٣٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَبَّحَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ ، فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَاَحَالُوْا اِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ دَعْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَحْفُوْظًا وَاِنْ كَانَ فِيْهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ عَرِيْبٌ جِدًّا –

৩৩৮৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভোরে খায়বারে পৌছলেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছিল। তাঁকে ﷺ -কে দেখে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ পুরা সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। (এ বলে) তারা দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় ঢুকে পড়ল। নবী করীম ﷺ দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, "আল্লাহু আকবার" খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির (বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে), তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন এসব আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। আবূ আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, فَرَفَعَ يَدَيْهِ শব্দটি বর্জন করুন। কেননা আমার ধারণা যে, এ শব্দটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। যদি পাওয়াও যায় তবে তা নিশ্চয়ই অপ্রসিদ্ধ হবে।

banglainternet.com

٣٣٨٦ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَاَنْسَاهُ قَالَ اُبْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ –

৩৩৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার থেকে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই। তিনি ﷺ বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও। আমি চাদরটি বিছিয়ে দিলেম। তিনি তার হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কি যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি (গুটিয়ে তোমার বুকে) চেপে ধর। আমি (বুকের সাথে) চেপে ধরলাম, তারপর আমি আর কোন হাদীস ভুলি নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٩. بَابُ فَضَائِلِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْرَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ

২০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর সাহাবা কেরামের ফযীলত। মুসলমানদের মধ্য থেকে নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাকে যিনি দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী

٣٣٨٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىُّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ

banglainternet.com

فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ –

৩৩৮৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জনগণের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যক্তির (সাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তারা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন ব্যক্তির (তাবেয়ীর) সাহচর্য লাভ করেছেন ? (অর্থাৎ তাবে'-তাবেয়ী) বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে'-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা হবে।

٣٣٨٨ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنِ رَاهُوَيْهِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ اُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ ، وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ –

banglainternet.com

৩৩৮৮ ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ্ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার (সাহাবীগণের) যুগ। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীদের যুগ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবে'-তাবেয়ীদের যুগ)। ইমরান (রা) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ অথবা তিনি যুগ বলছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর (তোমাদের যুগের পর) এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। পার্থিব ভোগ বিলাসের কারণে তাদের মাঝে চর্বিযুক্ত স্থূলদেহ প্রকাশ পাবে।

٣٣٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ ، قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ * قَالَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ -

৩৩৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্য, হলফ ইত্যাদি নির্দ্বিধায় করতে থাকবে।) ইব্রাহীম (নাখ্য়ী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহ্র নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

٢٠٨٠. بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَفَضْلِهِمْ ، مِنْهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ التَّيْمِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الاية وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ الْاٰيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَارِ

banglainternet.com

২০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাজিরগণের মর্যাদা ও ফযীলত তাদের মধ্য থেকে আবূ বক্‌র আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কুহাফা তায়মী (রা)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য .. .. .. (৫৯ ঃ ৮) এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। (৯ ঃ ৪০) আয়েশা, আবূ সাঈদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) নবী ﷺ-এর সাথে সাওর পর্বতের গুহায় ছিলেন

٣٣٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرٰى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ اِلَىَّ رَحْلِىْ ، فَقَالَ عَازِبٌ لاَحَتّٰى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ اَنْتَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَطْلُبُوْنَكُمْ ؟ قَالَ اَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَاَحْيَيْنَا اَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى اَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِىْ هَلْ اَرٰى مِنْ ظِلٍّ فَاٰوِىَ اِلَيْهِ فَاِذَا صَخْرَةٌ اَتَيْتُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اضْطَجِعْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَاضْطَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اَنْظُرُ مَاحَوْلِىْ هَلْ اَرٰى مِنَ الطَّلَبِ اَحَدًا ، فَاِذَا اَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ اِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِىْ اَرَدْنَا ، فَسَاَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ اَنْتَ يَاغُلاَمُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ فَهَلْ فِىْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَهَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالاُخْرٰى ، فَحَلَبَ لِىْ

banglainternet.com

كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ، فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ قَدْ اٰنَ الرَّحِيْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُوْنَنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا اَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ لَهٗ ، فَقُلْتُ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا –

৩৩৯০ আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র) ..... বারা (ইব্ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আযিব (রা)-এর নিকট থেকে তের দিরহাম মূল্যের একটি হাওদা ক্রয় করলেন। আবূ বকর (রা) আযিবকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে হাওদাটি আমার কাছে পৌছে দিতে বল। আযিব (রা) বললেন, আমি বারাকে বলব না যতক্ষণ আপনি আমাদেরকে (হিজরতের ঘটনা) সবিস্তার বর্ণনা করে শুনাবেন যে আপনি ও নবী করীম ﷺ কি করছিলেন যখন আপনারা (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ? আর মক্কার মুশরীকগণ আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আবূ বকর (রা) বললেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে সারারাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম চললাম। যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল, এবং উত্তাপ তীব্রতর হলো আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন ছায়া দেখা যায় কিনা, যেন আমরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। তখন একটি বৃহদাকার পাথর নযরে পড়ল। এই পাথরটির পাশে কিছু ছায়াও আছে। আমি সেখানে আসলাম এবং ঐ ছায়াবিশিষ্ট স্থানটি সমতল করে নবী করীম ﷺ-এর জন্য বিছানা করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র নবী, আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন, তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চর্তুদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের তালাশে কেউ আসছে কিনা ? ঐ সময় আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার ভেড়া ছাগল হাঁকিয়ে ঐ পাথরের দিকে আসছে। সেও আমাদের মত ছায়া তালাশ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক, তুমি কার রাখাল ? সে একজন কুরাঈশের নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বক্রীর পালে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি ? সে বলল, হাঁ, আছে। আমি বললাম। তুমি কি আমাদেরকে দুধ দোহন করে দিবে ? সে বলল, হাঁ, দিব। আমি তাকে তা দিতে বললাম তৎক্ষণাৎ সে বক্রীর পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। এবং পিছনের পা দু'টি বেঁধে নিল। আমি তাকে বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নেও এবং তোমার হাত দু'টি পরিষ্কার কর। তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে (পরিষ্কারের পদ্ধতিটিও) দেখালেন। এরপর সে আমাদিগকে পাত্রভরে দুধ এনে দিল। আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য এমন একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখে ছিলাম যার মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা

banglainternet.com

ছিল। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে দিলাম যেন দুধের নিম্নভাগও ঠান্ডা হয়ে যায়। এরপর আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ খেদমতে হাযির হয়ে দেখলাম তিনি জেগেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন; আমি খুশী হলাম। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ হয়েছে। আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কাবাসী মুশরিকরা আমাদের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জশাম ব্যতীত আমাদের সন্ধান তাদের অন্য কেউ পায়নি। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুসন্ধানকারী আমাদের নিকটবর্তী। তিনি বললেন, চিন্তা করনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاِنَا فِى الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا فَقَالَ مَاظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا –

৩৩৯১ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবূ বক্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন (সাওর) গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে বললাম, যদি কাফেরগণ তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বক্র, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের তৃতীয় জন।

٢٠٨١. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ سُدُّوا الْاَبْوَابَ اِلَّا بَابَ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তিঃ আবূ বক্র (রা) এর দরজা ব্যতীত সব দরজা বন্ধ করে দাও। এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٣٣٩٢ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَاعِنْدَ اللّٰهِ،

banglainternet.com

قَالَ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ فَتَعَجَّبْنَا لِبُكَائِهِ اَنْ يُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَيُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ –

৩৩৯২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা প্রদানকালে বললেন, আল্লাহ্ তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখ্‌তিয়ার দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করেছে। রাবী বলেন তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। নবী করীম ﷺ এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে ?) কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ দিয়ে, তার সাহচর্য দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবূ বকর (রা)। আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবূ বকরকে করতাম। তবে তার সাথে আমার দীনি ভ্রাতৃত্ব, আন্তরিক মহব্বত রয়েছে। মসজিদের দিকে আবূ বকরের দরজা ব্যতীত অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।

٢٠٨٢. بَابُ فَضْلِ اَبِىْ بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ

২০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এ পরেই আবূ বকরের মর্যাদা

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ اَبَابَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ

banglainternet.com

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ –

৩৩৯৩ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা নিরূপণ করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবূ বকর (রা)-কে তাঁরপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে, তারপর উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে।

٢٠٨٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً قَالَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তি ঃ আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। আবূ সাঈদ (রা) এটা বর্ণনা করেছেন

٣٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اَخِىْ وَصَاحِبِىْ –

৩৩৯৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দীনি) ভাই ও সাহাবী।

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ وَمُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةَ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ مِثْلَهُ –

৩৩৯৫ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ ও মূসা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আইয়ুব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকেই (আবূ বকরকেই) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই সর্বোত্তম। কুতায়বা (র) ..... আইয়ুব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

٣٣٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى الْجَدِّ فَقَالَ اَمَّا الَّذِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ اَنْزَلَهُ اَبًا يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ –

৩৩৯৬ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ দাদার (মিরাস) সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইব্ন যুবায়রের নিকট পত্র পাঠালেন, তিনি বললেন, ঐ মহান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই করতাম, (অর্থাৎ আবূ বকর (রা)) তিনি দাদাকে মিরাসের ক্ষেত্রে পিতার সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

٢٠٨٤. بَابٌ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٣٩٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَتْ امْرَاَةٌ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ ، قَالَتْ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تَقُوْلُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَاْتِىْ اَبَا بَكْرٍ –

৩৩৯৭ হুমাইদী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী করীম ﷺ -এ খেদমতে এল। (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কি করব ? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী ﷺ -এর ওফাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। তিনি ﷺ বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকরের নিকট আসবে।

٣٣٩٨ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ

banglainternet.com

عَمَّارًا يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلَّا خَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ –

৩৩৯৮ আহমদ ইব্‌ন আবূ তৈয়্যেব (র) ..... আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে তাঁর সাথে মাত্র পাঁচজন গোলাম, (বিলাল, যায়েদ ইব্‌ন হারিসা, আমির ইব্‌ন ফুহাইরা, আবূ ফুকীহা ও আম্মারের পিতা ইয়াসির) দু'জন মহিলা (খাদীজা ও সুমাইয়া) এবং আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

٣٣٩٩ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ اَبِى اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتّٰى اَبْدٰى عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ اِنِّى كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَىْءٌ ، فَاَسْرَعْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَاَلْتُهُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ فَاَبٰى عَلَىَّ ذٰلِكَ فَاَقْبَلْتُ اِلَيْكَ ، فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَاَتٰى مَنْزِلَ اَبِىْ بَكْرٍ ، فَسَاَلَ اَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ؟ قَالُوْا لَا ، فَاَتٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتّٰى اَشْفَقَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَنَا كُنْتُ اَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ اِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ ، كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِىْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِىْ صَاحِبِىْ مَرَّتَيْنِ فَمَا اُوْذِىَ بَعْدَهَا –

banglainternet.com

৩৩৯৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ..... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আবূ বকর (রা) পরিহিত কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে

রেখে আসলেন যে তার উভয় হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এইমাত্র কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে। (এমন সময় আবূ বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত হয়ে) তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এবং উমর ইব্ন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু বচসা হয়ে গেছে। আমিই প্রথম কটু কথা বলেছি। তারপর আমি লজ্জিত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন, হে আবূ বকর (রা)। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর উমর (রা) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ বকর কি বাড়ীতে আছেন ? তারা বলল, 'না'। তখন উমর (রা) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবী করীম ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই প্রথম অন্যায় করেছি। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ্ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবূ বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান মাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছে তা নযীরবিহীন। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার সাথীকে অব্যাহতি প্রদান করবে ? এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। এরপর আবূ বকর (রা)-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয় নি।

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَىُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ اَبُوْهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَن ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً –

৩৪০০ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র) ..... আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনানায়ক করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে ? তিনি বললেন, আয়েশার পিতা (আবূ বকর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন লোকটি! তিনি বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব তারপর আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

٣٤٠١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

banglainternet.com

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِيْ غَنَمِهٖ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِيْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ اِنِّيْ لَمْ أُخْلَقْ لِهٰذَا وَلٰكِنِّيْ خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاِنِّيْ أُوْمِنُ بِذٰلِكَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -

৩৪০১ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি; একদা একজন রাখাল তার বকরীর পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীটি ছিনিয়ে আনল। তখন বাঘটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি বকরীটি ছিনিয়ে নিলে? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন কে তাকে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন রাখাল থাকবে না। একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করে সেটিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্ট হয় নি। বরং আমি কৃষি কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছি। একথা শুনে সকলেই বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল "সুবহানাল্লাহ"! (কি আশ্চর্য গাভী কথা বলে! বাঘ কথা বলে!) নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর এবং উমর ইব্ন খাত্তাব এ কথা বিশ্বাস করি (ঐ সময়ে তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।)

٣٤٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِيْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ ، وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ -

banglainternet.com

৩৪০২ আবদান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কূপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কূপ থেকে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন। তারপর বালতিটি ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর) নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর উমর ইব্ন খাত্তাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। আমি কোন দক্ষ, শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উঠাতে দেখিনি। অবশেষে মানুষ (তৃপ্ত হয়ে) নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।

٣٤٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ اَحَدَ شِقَّىْ ثَوْبِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلاَءَ ، قَالَ مُوْسٰى : قُلْتُ لِسَالِمٍ اَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ ذَكَرَ اِلاَّ ثَوْبَهُ –

৩৪০৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সাথে পরিহিত কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফিরা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের নযর করবেন না। এ শুনে আবূ বকর (রা) বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কাপড়ের একপাশ কোন কোন সময় নীচে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো গর্বের সাথে তা করছ না। মূসা (র) বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবদুল্লাহ (রা) কি 'যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী ঝুলিয়ে চলল' বলেছেন ? সালিম (র) বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা উল্লেখ করতে শুনেছি।

٣٤٠٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ

banglainternet.com

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابٍ يَعْنِى الْجَنَّةَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ ، بَابِ الرَّيَانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا عَلٰى هٰذَا الَّذِى يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعٰى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَا اَبَا بَكْرٍ –

৩৪০৪ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে (পরকালে) তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সালাত আদায়কারী হবে তাঁকে সালাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের আহ্বান জানানো হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাদকাদানকারী হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাওম আদায়কারী হবে তাকে সাওমের দরজা বাবুর রাইয়ান থেকে আহ্বান করা হবে। আবূ বকর (রা) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমনতো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি এরূপ কাউকে ডাকা হবে ? নবী করীম ﷺ বললেন, হাঁ, আছে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবূ বকর।

٣٤٠٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِالسُّنْحِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِىْ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ يَقَعُ فِىْ نَفْسِىْ اِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ فَلَيَقْطَعَنَّ اَيْدِىَ رِجَالٍ وَاَرْجُلَهُمْ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُوْلِ

banglainternet.com

اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَايُذِيْقُكَ اللّٰهُ الْمَوْتَتَيْنِ اَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اَيُّهَا الْحَالِفُ عَلٰى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ وَقَالَ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ، قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُوْنَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْاَنْصَارُ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَقَالُوْا مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَذَهَبَ اِلَيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَاَسْكَتَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ بِذٰلِكَ اِلَّا اَنِّيْ قَدْهَيَّاْتُ كَلَامًا قَد اَعْجَبَنِيْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبْلُغَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ اَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِيْ كَلَامِهٖ نَحْنُ الْاُمَرَاءُ وَاَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللّٰهِ لَانَفْعَلُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا : وَلٰكِنَّا الْاُمَرَاءُ وَاَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ اَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَاَعْرَبُهُمْ اَحْسَابًا ، فَبَايِعُوْا عُمَرَ اَوْ اَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ اَنْتَ فَاَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهٖ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّٰهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ

banglainternet.com

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا وَقَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ اِلاَّ نَفَعَ اللّٰهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَاِنَّ فِيْهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ نِ النَّاسَ الْهُدٰى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوْا بِهِ يَتْلُوْنَ: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ..... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ -

৩৪০৫ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন ওফাত হয়, তখন আবূ বকর (রা) (স্বীয় বাসগৃহ) সুনহ-এ ছিলেন। ইসমাঈল (রাবী) বলেন, সুনহ মদীনার উঁচু এলাকার একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ শুনার সাথে সাথে) উমর (রা) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয় নাই। আয়েশা (রা) বলেন, উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল (তাঁর ওফাত হয় নাই) আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন। এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের (মুনাফিকের) হাত-পা কেঁটে ফেলবেন। তারপর আবূ বকর (রা) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক থেকে আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুম্ব খেলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি জীবনে মরণে পূত পবিত্র। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং (উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন) হে হলফকারী, ধৈর্যধারণ কর। আবূ বকর (রা) যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন উমর (রা) বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা) আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। তারপর আবূ বকর (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল আর তারা সকলও মরণশীল। (৩৯ঃ ৩০) আরো তিলওয়াত করলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। (৩ঃ ১৪৪) আল্লাহ্ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা)-এর এ কথাগুলি শুনে সকলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাবী বলেন, আনসারগণ সাকীফা বনূ সায়িদায়ে সাদ ইব্ন উবাইদা (রা)-এর নিকট সমবেত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর (রা), উমর ইব্ন খাত্তাব, আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-এ তিনজন আনসারদের নিকট গমন করলেন।

banglainternet.com

উমর (রা) কথা বলতে চাইলে, আবূ বকর (রা) তাকে থামিয়ে দিলেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে, আমি আনসারদের মহফিলে বলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ কথা তৈরী করেছিলাম। যার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল হয়তঃ আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা ভাবনা এতটা গভীরে নাও পৌছতে পারে। কিন্তু আবূ বকর (রা) অত্যন্ত জোরাল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, আমীর আমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে (আনসারদের) হবেন উযীর। তখন হুবাব ইব্‌ন মুনযির (আনসারী) (র) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমরা এরূপ করব না। বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর (রা) বললেন, না, এমন হয় না। আমাদের মধ্য হতে খলীফা এবং তোমাদের মধ্য হতে উযীর হবেন। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের (মক্কা) দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বংশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে। "তোমরা উমর (রা) অথবা আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-এর হাতে বায়'আত করে নাও। উমর (রা) বলে উঠলেন, আমরা কিন্তু আপনার হাতেই বায়'আত করব। আপনিই আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মাঝে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তম ব্যক্তি। এ বলে উমর (রা) তাঁর হাত ধরে বায়'আত করে নিলেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই বায়'আত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা সা'দ ইব্‌ন উবায়দা (রা)-কে মেরে ফেললেন ? উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে মেরে ফেলেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিম ..... আয়েশা (রা) বলেন, ওফাতের সময় নবী করীম ﷺ -এর চোখ দু'টি বার বার উপর দিকে উঠছিল এবং তিনি বার বার বলছিলেন, (হে আল্লাহ্) সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) সাক্ষাতের আমি আগ্রহী। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর ও উমর (রা)-এর খুত্‌বা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ চরম মুহূর্তে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। উমর (রা) জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরে কপটতা রয়েছে আল্লাহ্ তাদের ফাঁদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। এবং আবূ বকর (রা) লোকদিগকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। হক ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর সাহাবা কেরাম এ আয়াত পড়তে পড়তে প্রস্থান করলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূলগণ গত হয়েছেন ..... কৃতজ্ঞ বান্দাদের। (৩ ঃ ১৪৪)

٣٤٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِيْ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِيْ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

banglainternet.com

৩৪০৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন হানাফীয়া (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে ? তিনি বললেন, আবূ বকর (রা)। আমি বললাম, এরপর কে ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হল যে, এরপর তিনি উসমান (রা-এর নাম বলবেন, তাই (তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে) আমি বললাম, তারপর আপনি ? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন।

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌلِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوْا أَلَاتَرٰى مَاصَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ ، قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ فَعَاتَبَنِيْ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَصِرَتِيْ فَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْتَيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَآلَ أَبِيْ بَكْرٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ –

৩৪০৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধ সফরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে গিয়েছিলাম; তখন আমার হারটি গলা থেকে ছিড়ে যায়। হার তালাশ করার জন্য নবী করীম ﷺ সেখানে

banglainternet.com

অবস্থান করেন। এজন্য সাহাবীগণও তার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন। যেখানে পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। তাই সাহাবীগণ আবূ বকর (রা)-এ নিকট এসে বললেন, আপনি কি দেখছেন না, আয়েশা (রা) কি করলেন ? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গে সাহাবীগণকে এমন স্থানে অবস্থান করালেন যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। তখন আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (আবূ বকর (রা)) আমাকে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং সাহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে অনেক ভৎর্সনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি হাত দ্বারা আমার কোমরে খোচা মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার কারণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এরূপ পানি না থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলেন। (ফজরের সালাতের সময় হল অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই।) তখন আল্লাহ্ পাক তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন এবং সকলেই তাইয়াম্মুম করলেন। উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা) বলেন, হে আবূ বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ, এটা আপনাদের প্রথম (একমাত্র) বরকত নয় ; (ইতিপূর্বেও আমরা এ পরিবার দ্বারা আরো বরকত পেয়েছি।) আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা সে উটটিকে উঠালাম যে উটের উপর আমি সাওয়ার ছিলাম। তখন হারটি তার নীচে পাওয়া গেল।

٣٤٠٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ أَبِىْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ –

৩৪০৮ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের একমুদ বা অর্ধমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না। জরীর আবদুল্লাহ ইব্ন দাউদ, আবূ মুয়াবিয়া ও মুহাযির (র) আমাশ (র)থেকে হাদীস বর্ণনায় শুবা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ

banglainternet.com

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَأَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِيْ هٰذَا ، قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلٰى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتّٰى قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِيْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِيْ ، فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيْدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجِئْتُ وَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ

banglainternet.com

وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ ، اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ ، فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ، وَجِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ ، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُكَ ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِىءَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ ، قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ -

৩৪০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন ঘরে অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন) আমি আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কাটাব, তার থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর খবর নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন। আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুগমন করলাম। তাঁর খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কূপের নিকট গিয়ে পৌছলেন। আমি (কূপে প্রবেশের) দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর প্রয়োজন (ইস্তিনজা) সেরে অযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবূ বকর (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবূ বকর! আমি বললাম থামুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি) আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবূ বকর (রা) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে আবূ বকর (রা) কে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবূ বকর (রা) ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ডানপাশে কূপের কিনারায় বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠায়ে নবী করীম ﷺ-এর ন্যায় কূপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে (দরজার পাশে) বসে পড়লাম। আমি (ঘর হতে বের হওয়ার সময়) আমার ভাইকে অযু করছে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি তার (ভাইয়ের) মঙ্গল চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, আমি

banglainternet.com

উমর ইব্‌ন খাত্তাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি।) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে সালাম পেশ করে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উমর ইব্‌ন খাত্তাব (ভিতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। আমি এসে তাঁকে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কূপের ভিতরের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ? তিনি বললেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। আমি বললাম, থামুন (আমি অনুমতি নিয়ে আসছি) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও। তবে (দুনিয়াতে তার উপর) কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের কিনারায় খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী ﷺ-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন। শরীক (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেছেন, আমি এর দ্বারা (পরবর্তী কালে) তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।

٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَعِدَ اُحُدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ –

৩৪১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) নবী করীম ﷺ আবূ বকর, উমর, উসমান (রা) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি (তাঁদেরকে ধারণ করে আনন্দে) নড়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওহোদ, স্থির হও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤١١ حَدَّثَنِىْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا نَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا جَاءَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ

banglainternet.com

يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِى يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ * قَالَ وَهْبٌ : الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْاِبِلِ يَقُوْلُ حَتّٰى رَوِيَتِ الْاِبِلُ فَاَنَاخَتْ -

৩৪৯১ আহমদ ইব্ন সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা (স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে) আমি একটি কূপ থেকে (বালতি দিয়ে) পানি টেনে তুলছি। তখন আবূ বকর ও উমর (রা) আসলেন। আবূ বকর (রা) আমার হাত থেকে বালতি তার হাতে নিয়ে এক বালতি কি দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর (উমর) ইব্ন খাত্তাব (রা) বালতিটি আবূ বকরের হাত থেকে নিলেন, তার হাতে যাওয়ার সাথে সাথে বালতিটি বৃহদাকার হয়ে গেল। কোন শক্তিশালী বাহাদুরকে তার মত পানি উঠাতে আমি দেখিনি। লোকজন তাদের উটগুলিকে তৃপ্তি ভরে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। ওয়াহাব (রাবী) বলেন, عَطَنٌ অর্থ উটশালা। এমনকি উটগুলি পানি পানে তৃপ্ত হয়ে বসে পড়ল।

٣٤٩٢ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحُسَيْنِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنِّىْ لَوَاقِفٌ فِىْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ اِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلٰى مَنْكِبِىْ يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَنِّىْ كَثِيْرًا مَّا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُّ فَاِذَا عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ -

banglainternet.com

৩৪১২ অলীদ ইব্ন সালিহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও ঐ দলের সাথে দু'আয় রত ছিলাম, যারা উমর ইব্ন খাত্তাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর মরদেহটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বহুবার বলতে শুনেছি, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এক সাথে ছিলাম, আমি এবং আবূ বকর ও উমর এ কাজ করেছি। আমি ও আবূ বকর এবং উমর (একসাথে) চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের উভয়ের সঙ্গেই রাখবেন। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

٣٤١٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ اَشَدِّ مَاصَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ اَبِيْ مُعَيْطٍ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِيْ عُنُقِهٖ فَحَنَقَهٗ خَنْقًا شَدِيْدًا فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَفَعَهٗ عَنْهُ فَقَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

৩৪১৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ কুফী (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল ? তিনি বললেন, আমি উকবা ইব্ন আবূ মুআইতকে দেখেছি; সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসল যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গলদেশে জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। আবূ বকর (রা) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ্ই আমার রব। যিনি তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (মুজিযা) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ?

banglainternet.com

٢٠٨٥. بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَبِىْ حَفْصٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবূ হাফস কুরাইশী-আদবী (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা

٣٤١٤ حَدَّثَنَاحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجِشُوْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُنِيْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَاَةِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ هٰذَا بِلَالٌ وَرَاَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَيْكَ اَغَارُ –

৩৪১৪ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবূ তালহা (রা)-এর স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে ? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল (রা)। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার আঙ্গিনায় এক মহিলা রয়েছে। আমি বললাম, ঐ প্রাসাদটি কার ? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি উমর ইব্‌ন খাত্তাবের (রা)। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে (সব কিছু) দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার (উমর (রা)) সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। উমর (রা) (এ কথা শুনে) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে পারি ?

٣٤١٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ

banglainternet.com

رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرَ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩৪১৫ সাঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, একজন মহিলা একটি প্রাসাদের আঙ্গিনায় (বসে) অযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফিরিশ্‌তাগণ বললেন, তা উমর (রা)-এর। আমি উমর (রা) সূক্ষ্ম মর্যাদা বোধের স্মরণ করে ফিরে এলাম। উমর (রা) (তা শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার কাছে কি মর্যাদাবোধ দেখাব ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

٣٤١٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ اَبُوْ جَعْفَرِ نِالْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَمْزَةُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ شَرِيْتُ يَعْنِى اللَّبَنَ حَتّٰى انْظُرَ اِلَى الرِّىِّ يَجْرِىْ فِىْ ظُفُرِىْ اَوْ فِى اَظْفَارِىْ ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ قَالَ الْعِلْمَ -

৩৪১৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালত আবূ জাফর-কূফী (র) ..... হামযা (র)-এর পিতা (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দুধ পান করতে দেখলাম যে তৃপ্তির চিহ্ন যেন আমার নখগুলির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর দুধ (পান করার জন্য) উমর (রা)-কে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, ইল্‌ম।

٣٤١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ

banglainternet.com

نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ ، قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْعَبْقَرِىُّ عِتَاقُ الزَّرَابِىِّ وَقَالَ يَحْيٰى : اَلزَّرَابِىُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيْقٌ مَبْثُوْثَةٌ كَثِيْرَةٌ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ اَعْنِىْ الْعَبْقَرِىَّ -

৩৪১৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কূপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবূ বকর (রা) এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বৃহদাকারে পরিণত হল। তাঁর মত এমন বলিষ্ঠভাবে পানি উঠাতে আমি কোন বাহাদুরকেও দেখিনি। এমনকি লোকেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে আবাসে বিশ্রাম নিল। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, العبقرى হল উন্নত মানের সুন্দর বিছানা। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, الزَّرَابِىُّ হল মখমলের সূক্ষ্ম সূতার তৈরী বিছানা। مَبْثُوْثَةٌ অর্থ প্রসারিত। আর اَلْعَبْقَرِىُّ হল গোত্র নেতা।

٣٤١٨ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ،

banglainternet.com

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَاَنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَّهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِيْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ ، اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهًا يَابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ -

৩৪১৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াযের চেয়ে তাদের আওয়ায উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইব্ন খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূলে করীম ﷺ হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী করীম ﷺ বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়ায শুনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকেই-ত অধিক ভয় করা উচিৎ। তারপর উমর (রা) ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহ্র রাসূলকে ভয় কর না ? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রাসূল করীম ﷺ থেকে অনেক রূঢ় ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ ঠিকই হে ইব্ন খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্যপথে চলে যায়।

٣٤١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ -

banglainternet.com

৩৪১৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা অতিশয় বলবান ও মর্যাদাশীল হয়ে আসছি।

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِىْ فَاِذَا عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهٖ مِنْكَ ، وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ اَنِّىْ كُنْتُ كَثِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ –

৩৪২০ আবদান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা)-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তোলে নেয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপরে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর, আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহ্‌র কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ্ আপনাকে (জান্নাতে) আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবূ বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবূ বকর ও উমর বের হলাম ইত্যাদি।

٣٤٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بْنُ اَبِىْ عُرُوبَةَ وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاَحَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ –

banglainternet.com

৩৪২১ মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর উমর ও উসমান (রা)। তাদেরকে (ধারণ করতে পেরে) নিয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) নেচে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়কে পায়ে আঘাত করে বললেন, হে ওহোদ, স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

٣٤٢٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ يَعْنِي عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ –

৩৪২২ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি (ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে কাউকে (এ সব গুণের অধিকারী) আমি দেখি নি। তিনি (উমর (রা)) অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত দানশীল ছিলেন। এসব গুণাবলী যেন উমর (রা) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ لاَشَيْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ –

banglainternet.com

৩৪২৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি (পাথেয়) সংগ্রহ করেছ ?

সে বলল, কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (আন্তরিকভাবে) মহব্বত করি। তখন তিনি বললেন, তুমি (কিয়ামতের দিন) তাঁদের সাথেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি মহব্বত কর। আনাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে মহব্বত করি এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার মহব্বতের কারণে তাদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মত আমল করতে পারিনি।

٣٤٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُنْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ –

৩৪২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার অন্তরে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর। যাকারিয়া (র) .. .. .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন, যাঁরা নবী ছিলেন না বটে তবে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে এমন কোন লোক হলে সে হবে উমর (রা)। ইব্ন আব্বাস (রা) (কুরআনের আয়াতে) وَلاَ مُحَدَّثٍ অতিরিক্ত বলেছেন।

٣٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا

banglainternet.com

رَاعٍ فِىْ غَنَمِهٖ عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتّٰى اسْتَنْقَذَهَا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهٗ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٖ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ –

৩৪২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের সাথে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ পাল আক্রমণ করে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীকে উদ্ধার করে আনল। তখন বাঘ রাখালকে বলল, যখন আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবেনা তখন হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে কে রক্ষা করবে ? (তা শুনে) সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ। (বাঘ কথা বলে) তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তা বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর ও উমরও বিশ্বাস করে। অথচ তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

٣٤٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِىَّ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اِجْتَرَّهٗ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ –

৩৪২৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে (বিভিন্ন রকমের) জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন প্রকারে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবার কারো জামা এর চেয়ে ছোট ছিল। আর উমর (রা)-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়াইয়া চলতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করলেন। তিনি বললেন, দীনদারী (ধর্মপরায়ণতা)।

banglainternet.com

٣٤٢٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَاَنَّهُ يُجْزِعُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ اَبَا بَكْرٍ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ ، قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ ، فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنَّ بِهٖ عَلَيَّ وَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مَنَّ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهٖ عَلَيَّ وَاَمَّا مَا تَرٰى مِنْ جَزَعِيْ فَهُوَ مِنْ اَجْلِكَ وَاَجْلِ اَصْحَابِكَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِيْ طِلَاعَ الْاَرْضِ ذَهَبًا ، لَافْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بِهٰذَا –

৩৪২৭ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখারামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা) (আবূ লুলু গোলামের খঞ্জরের আঘাতে) আহত হলেন, তখন তিনি বেদনা অনুভব করছিলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ আঘাত জনিত কারণে (আল্লাহ্ না করুন) যদি আপনার কিছু (মৃত্যু) ঘটে (তাতে চিন্তা-ভাবনা) বা দুঃখের কোন কারণ নেই)। আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তরূপে আদায় করেছেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি আবূ বকর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং এর হকও উত্তমরূপে আদায় করেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি (খলীফা মনোনীত হয়ে) সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের হকও উত্তরূপে আদায় করেছেন। যদি আপনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তবে আপনি অবশ্যই তাদের

banglainternet.com

থেকে এমন অবস্থায় পৃথক হবেন যে তাঁরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। উমর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ, তাতো আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি আমার প্রতি করেছেন। এবং আবূ বকর (রা) এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে যা তুমি উল্লেখ করেছ তাও একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করেছেন। আর আমার যে অস্থিরতা তুমি দেখছ তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত তবে আল্লাহ্‌র আযাব দেখার পূর্বেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে এসব বিলিয়ে দিতাম। হাম্মাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম .....।

٣٤٢٨ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِىْ افْتَحْ لَهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ ، فَاِذَا عُثْمَانُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ ، قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ـ

৩৪২৮ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কোন একটি বাগানের ভিতর আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর (রা)। তাঁকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বলল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (রাবী বলেন) আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি উমর (রা)। তাঁকে আমি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন। নবী করীম ﷺ বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের

banglainternet.com

সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর কঠিন বিপদ আসবে। (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি উসমান (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি তাকে তা বলে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ আল্লাহই সাহায্যকারী।

٣٤٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

৩৪২৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম ﷺ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

٢٠٨٦. بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَبِىْ عَمْرِو نِ الْقُرَشِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَحْفِرُ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ উসমান ইব্ন আফ্ফান আবূ আমর কুরায়শী (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেন, রূমা কূপটি যে খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা খনন করে দিলেন। নবী ﷺ আরো বলেন, যে সংকটপূর্ণ যুদ্ধে (তাবুক যুদ্ধে) যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে তাঁর জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা করে দেন

٣٤٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا عُمَرُ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى سَتُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ بْنُ

banglainternet.com

عَفَّانَ ، قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى بِنَحْوِهٖ وَزَادَ فِيْهِ عَاصِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِيْ مَكَانٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ اَوْ رُكْبَتِهٖ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا -

৩৪৩০ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের দরজা পাহাড়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। আমি (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি আবূ বকর (রা)। তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ﷺ বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলেন, তিনি উমর (রা) তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং অচিরেই তাঁর উপর বিপদ আসবে একথাটির সাথে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলাম যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)। হাম্মাদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আসিম (র) (একজন রাবী) উক্ত বর্ণনায় আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বাগানের এমন এক জায়গায় বসাছিলেন যেখানে পানি ছিল এবং তাঁর হাঁটু অথবা এক হাঁটুর উপর অতিরিক্ত ছিলনা। যখন উসমান (রা) আসলেন তখন হাঁটু কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

٣٤٣١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِاَخِيْهِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيْحَةٌ لَكَ ، قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اُرَاهُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ اِذْجَاءَ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ ؟ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ

banglainternet.com

بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِى شَانِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ خَلَصَ اِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ اِلَى الْعَذَارَاءِ فِىْ سِتْرِهَا ، قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِىْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِىْ لَهُمْ ؟ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ فَمَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَبْلُغُنِىْ عَنْكُمْ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيْدِ فَسَنَاْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِيْنَ –

৩৪৩৯ আহমদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সাঈদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র) থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রাহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুস (র) আমাকে বললেন যে, উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর (বৈপিত্রিয় ভাই) অলীদের বিষয় আলোচনা করতে তোমাকে কি সে বাঁধা দেয় ? জনগণ তার সম্পর্কে নানারূপ কথাবার্তা বলছে। উসমান (রা) যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন আছে এবং তা আমি আপনার কল্যাণের জন্যই বলবো। উসমান (রা) বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমি তাদের কাছে ফিরে আসলাম। তৎক্ষণাৎ উসমান (রা)-এর দূত এসে হাযির হলো। আমি তার খেদমতে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, বল, তোমার নসিহত (উপদেশ) কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। কুরআনে করীম তাঁর ﷺ উপর অবতীর্ণ করেছেন। আপনি ঐ সকল (মহামানব)-এর অন্যতম যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আপনি (হাবসা ও মদীনা) উভয় (স্থানে) হিজরত করেছেন এবং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। (আপনার ভাই) অলীদ সম্পর্কে জনগণ নানারূপ কথাবর্তা বলাবলি করছে। (সে বিষয় অতি সত্বর ব্যবস্থা করা কর্তব্য)। উসমান (রা) আমাকে

banglainternet.com

বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছ ? আমি বললাম না। তবে তাঁর ইলম আমার পর্দানশীন কুমারীগণের কাছে যখন পৌছেছে তখন আমার কাছে অবশ্যই পৌছেছে। উসমান (রা) হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁর আনীত শরীয়তের উপর আমিও ঈমান এনেছি। (হাবসা এবং মদীনায়) আমি উভয় হিজরত করেছি, যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করি নি ও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া হতে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর সাথে অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। এরপর উমর (রা)-এর সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। তারপর আমার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার কি ঐ সকল অধিকার নেই যা তাঁদের ছিল ? আমি বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে কী সব কথাবার্তা আমার নিকট পৌছেছে ? অবশ্য অলীদ সম্পর্কে তুমি যা বলছ অতি সত্বর আমি সে সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিব। এ বলে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে এনে অলীদকে বেত্রাঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। আলী (রা) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলেন।

٣٤٣٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنَعْدِلُ بِاَبِىْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৩৪৩২ মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন বাযী' (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যামানায় (মর্যাদায়) আবূ বকর (রা)-এর সমকক্ষে কাউকে মনে করতাম না, তারপর উমর (রা)-কে তারপর উসমান (রা)-কে (মর্যাদা দিতাম) তারপর সাহাবাগণের মধ্যে কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ (র) আবদুল আযীয (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শায়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٤٣٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاٰى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ

banglainternet.com

فِيْهِمْ ؟ قَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ : اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّثْنِىْ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ نَعَمْ : قَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ اُبَيِّنْ لَكَ ، اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ، وَاَمَّا تُغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَاذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الْاٰنَ مَعَكَ -

৩৪৩৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... উসমান ইব্ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মিসরবাসী মক্কায় এসে হজ্জ সম্পাদন করে দেখতে পেল যে, কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসে আছে। সে বলল, এ লোকজন কারা ? তাকে জানানো হল এরা কুরাইশ বংশের লোকজন। সে বলল, তাদের মধ্যে ঐ শায়েখ ব্যক্তিটি কে ? তারা বললেন, ইনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। সে ব্যক্তি (তাঁর নিকট এসে) বলল, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব; আপনি আমাকে বলুন, (১) আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান (রা) ওহোদ যুদ্ধ (চলাকালে) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। (২) সে বলল, আপনি জানেন কি উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন? ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বললেন, হাঁ। (৩) আপনি জানেন কি বায়'আতে রিযওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন ? ইব্ন উমর (রা) বললেন, হাঁ। লোকটি বলে উঠল, আল্লাহু আকবার। ইব্ন উমর (রা) তাকে বললেন, এস, তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলে দেই। উসমান (রা)-এর ওহোদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। (কুরআনে

banglainternet.com

কারীমে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) আর তিনি বদর যুদ্ধে এজন্য অনুপস্থিত ছিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী (রুকাইয়া (রা)) রোগগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, বদরের অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব ও গনীমতের অংশ মিলবে। আর বায়'আত রিযওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মক্কার বুকে তাঁর (উসমান (রা)) চেয়ে সম্ভ্রান্ত, অন্য কেউ যদি থাকতো তবে তাকেই তিনি উসমানের পরিবর্তে পাঠাতেন। অতঃপর রাসূল করীম ﷺ উসমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর বায়'আতে রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল করীম ﷺ তাঁর ডান হাতের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উসমানের হাত। তারপর ডান হাত বাম হাতে স্থাপন করে বললেন যে, এ হল উসমানের বায়'আত। ইব্ন উমর (রা) ঐ (মিসরীয়) লোকটিকে বললেন, তুমি এস এই জবাব নিয়ে যাও।

٣٤٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنْ اُحُدُ اَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ –

৩৪৩৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) কেঁপে উঠল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, হে ওহোদ স্থির হও। (আনাস (রা) বলেন) আমার মনে হয় তিনি পা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলেন। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উপর একজন নবী ও একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

٢٠٨٧. بَابُ قِصَّةُ الْبَيْعَةُ وَالْاِتِّفَاقُ عَلٰى عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) ঐকমত্য হওয়ার ঘটনা এবং এতে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

٣٤٣٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبْلَ اَنْ يُصَابَ بِاَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلٰى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ

banglainternet.com

حُنَيْفٍ ، قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا اَتَخَافَانِ اَنْ تَكُوْنَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَالاَ تُطِيْقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا اَمْرًا هِىَ لَهُ مُطِيْقَةٌ مَافِيْهَا كَبِيْرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُوْنَا حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَالاَتُطِيْقُ قَالاَ لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ سَلَمَنِىَ اللّٰهُ لاَدَعَنَّ اَرَامِلَ اَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ اِلٰى رَجُلٍ بَعْدِىْ اَبَدًا ، قَالَ فَمَا اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ رَابِعَةٌ حَتّٰى اُصِيْبَ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ اُصِيْبَ وَكَانَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوْا ، حَتّٰى اِذَا لَمْ يَرَفِيْهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبَمَا قَرَأَ بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ اَوِ النَّحْلِ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَتَلَنِىْ اَوْ اَكَلَنِى الْكَلْبُ حِنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنٍ ذَاتَ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُّ عَلٰى اَحَدٍ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً اِلاَّ طَعَنَهُ حَتّٰى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ اَنَّهُ مَأْخُوْذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، فَمَنْ يَلِىَ عُمَرَ ، فَقَدْ رَاٰى الَّذِىْ اَرٰى ، وَاَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ غَيْرَ اَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوْا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَصَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ صَلاَةً خَفِيْفَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ اِنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِىْ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ الصَّنَعُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوْفًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِىْ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ قَدْ كُنْتَ اَنْتَ

banglainternet.com

وَاَبُوْكَ تُحِبَّانِ اَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَكَانَ الْعَبَّاسِ اَكْثَرُهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ ، اَىْ اِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا ، قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوْا بِلِسَانِكُمْ ، وَصَلُّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوْا حَجَّكُمْ ، فَاحْتُمِلَ اِلٰى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ لَا بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ اَخَافُ عَلَيْهِ ، فَاُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ، ثُمَّ اُتِىَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَعَلِمُوْا اَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَثْنُوْنَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ مَاقَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ وُلِّيْتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ كَفَافٌ لَاعَلَىَّ وَلَالِىَ ، فَلَمَّا اَدْبَرَ اِذَا اِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرْضَ ، قَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَاِنَّهُ اَنْقٰى لِثَوْبِكَ ، وَاَتْقٰى لِرَبِّكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ ، فَحَسَبُوْهُ فَوَجَدُوْهُ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ اَلْفًا اَوْ نَحْوَهُ ، قَالَ اِنْ وَفٰى لَهُ مَالُ اٰلِ عُمَرَ فَاَدِّهِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ ، وَاِلَّا فَسَلْ فِىْ بَنِىْ عَدِىِّ ابْنِ كَعْبٍ فَاِنْ لَمْ تَفِ اَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِىْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ اِلٰى غَيْرِهِمْ فَاَدِّعَنِّىْ هٰذَاالْمَالَ ، انْطَلِقْ اِلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ السَّلَامَ ، وَلَا تَقُلْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّىْ لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَمِيْرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِىْ ، فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ

banglainternet.com

وَيَسْتَأْذِنُ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ ، وَلَاُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِي ، فَلَمَّا اَقْبَلَ قِيْلَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُوْنِيْ فَاَسْنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَالَدَيْكَ ؟ قَالَ الَّذِيْ تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ اَذِنَتْ ، قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا كَانَ شَيْءٌ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَاِذَا اَنَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ ، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِيْ فَاَدْخِلْنِيْ وَاِنْ رَدَّتْنِيْ فَرُدُّوْنِيْ اِلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَجَاءَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَاَيْنَاهَا قُمْنَا ، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ ، فَقَالُوْا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتَخْلِفْ ، قَالَ مَا اَجِدُ اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ اَوِ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ ، فَاِنْ اَصَابَتِ الْاِمْرَةُ سَعْدًا ، فَهُوَ ذَاكَ وَاِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ اَيُّكُمْ مَا اُمِّرَ ، فَاِنِّيْ لَمْ اَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ ، وَقَالَ اُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ ، اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاَنْ يُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِاَهْلِ الْاَمْصَارِ خَيْرًا ، فَاِنَّهُمْ رِدْءُ الْاِسْلَامِ ، وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَاَنْ لَا يُؤْخَذَ

banglainternet.com

مِنْهُم ، اِلاَّ فَضْلَهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ ، وَاُوْصِيْهِ بِالْاَعْرَابِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ ، اَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْاِسْلاَمِ ، اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِىْ اَمْوَالِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِىْ فَسَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ اَدْخِلُوْهُ فَاَدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اجْعَلُوْا اَمْرَكُمْ اِلٰى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ قَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَلِىٍّ ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَيُّكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ فَنَجْعَلُهُ اِلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْاِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ اَفْضَلَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَاَسْكَتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَفَتَجْعَلُوْنَهُ اِلَىَّ وَاللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ لاَ اَلُوْهُ عَنْ اَفْضَلِكُمْ ، قَالاَ نَعَمْ فَاَخَذَ بِيَدِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقِدَمُ فِى الْاِسْلاَمِ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَاللّٰهُ عَلَيْكَ لَئِنْ اَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ اَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلاَ بِالْآخَرِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَاعُثْمَانُ فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِىٌّ وَوَلَجَ اَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ –

banglainternet.com

৩৪৩৫ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আমর ইবন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে আহত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে তিনি হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) ও উসমান ইবন হুনায়ফ (র)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, (ইরাক বাসীর উপর কর

ধার্যের ব্যাপারে) তোমরা এটা কী করলে ? তোমরা কী আশঙ্কা করছ যে তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম ? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন উমর (রা) বললেন, তোমরা পুনঃচিন্তা করে দেখ যে তোমরা এ ভূখন্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহনে সক্ষম নয় ? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না (সাধ্যাতীত কর আরোপ করা হয় নি) এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর চতুর্থ দিন তিনি (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন। যেদিন প্রত্যুষে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। উমর (রা) (সালাত শুরু করার প্রাক্কালে) দু'কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহ্ল অথবা এ ধরনের (দীর্ঘ) সূরা (ফজরের) প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকআতে শরীক হতে পারেন। (সেদিন) তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক "ইলজ" দ্রুত পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাতজন শহীদ হলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর (রা) আব্দুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর হাত ধরে আগে এগিয়ে দিলেন। উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপরটি দেখতে পেল। আর মসজিদের প্রান্তে যারা ছিল তারা ব্যাপরটি এর বেশী বুঝতে পারল না যে উমর (রা)-এর কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা "সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ" বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর (রা) বললেন, হে ইব্ন আব্বাস (রা) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কারীগর গোলামটি ? তিনি বললেন, হাঁ। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইব্ন আব্বাস (রা) তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। আব্বাস (রা)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। উমর (রা) বললেন, তুমি ভুল বলছ। (তুমি তা করতে পার না) কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে তোমাদের কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে। তারপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সাথে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাদের উপর এতবড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। তারপর খেজুরের শরবত আনা হল তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরপর দুধ আনা হল,

banglainternet.com

তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহ্‌র সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম ﷺ -এ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন তারপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। তারপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। উমর (রা) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার (পরিহিত) লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। (এ দেখে) উমর (রা) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। (ছেলেটি আসল) তিনি বললেন– হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার উপর এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দীয়। (তারপর তিনি বললেন) হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি উমরের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইব্‌ন কা'ব এর বংশধরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর খেদমতে তুমি যাও এবং বল উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন, শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল উমর ইব্‌ন খাত্তাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর খেদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, আয়েশা (রা) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা (রা) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল– এই যে আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি সংবাদ ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে (আয়েশা (রা)) আমার সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর পুরুষগণ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর চলে (গেলেন) ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি

banglainternet.com

ওয়সিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। উমর (রা) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ব্যতীত অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নবী করীম ﷺ তার ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, উসমান, যুবায়র, তালহা, সা'দ ও আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) এবং বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা হিসাবে। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সাদের (রা) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে (কুফার গভর্নরের পদ থেকে) অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করি নি। আমার পরে (নির্বাচিত) খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়সিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হেফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের থেকে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মুল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জিম্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। (তারা কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া (কর) যেন চাপানো না হয়। উমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (আয়েশা (রা)) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। এরপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি, আমরা বিষয়টি আলী (রা)-এ উপর অর্পণ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমার বিষয়টি উসমান (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রা) বললেন, আমার বিষয়টি আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। তারপর আবদুর রহমান (রা), উসমান ও আলী (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে কে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন ? (একজন অব্যাহতি দিলে) এ দায়িত্ব অপর জনার উপর অর্পণ করব। আল্লাহ্ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিৎ। ব্যক্তিদ্বয় (উসমান ও আলি (রা)) নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি ? আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের

banglainternet.com

মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ। তাদের একজনের (আলী (রা)-এর) হাত ধরে বললেন, রাসূল করীম ﷺ-এর সাথে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা রয়েছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি উসমান (রা)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তারপর তিনি অপরজনের (উসমানের (রা)-এর) সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে, তিনি বললেন, হে উসমান (রা) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি (আবদুর রাহমান (রা), তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর (উসমান (রা)-এর বায়'আত করলেন)। এরপর মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হয়ে সকলেই বায়'আত করলেন।

٢٠٨٨. بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبِ اَبِى الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ بُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কুরাইশী হাশিমী (রা)-এর মর্যাদা নবী করীম ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আপনজন আমি তোমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পর্যন্ত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ، فَقَالُوْا يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاْتُوْنِىْ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ فَدَعَا لَهُ ، فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ، فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى

banglainternet.com

رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ ، فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ –

৩৪৩৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে ঐ পতাকা দেয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব কোথায় ? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা অগ্রসর হতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় উপনীত হয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহ্র যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ্র কসম, তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙ্গের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।

٣٤٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهٖ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِيْ صَبَاحِهَا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ لَيَاْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ ، فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ –

banglainternet.com

৩৪৩৭ কুতায়বা (র) ..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যান নি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি কি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (জিহাদে) যাব না ? তারপর তিনি বেড়িয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন, তার পূর্ব রাত্রে (সন্ধ্যায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব, অথবা বলেছিলেন যে এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাঁকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করাবেন। তারপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন আলী (রা), অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করি নি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেই (পতাকা) দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দিলেন।

٣٤٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنٌ لاَمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُوْ عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ ، فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ ؟ يَقُوْلُ لَهُ اَبُوْ تُرَابٍ ، فَضَحِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا سَمَّاهُ اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَهْلاً ، وَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَالِكَ ؟ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ عَلٰى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ، قَالَتْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ اِلٰى ظَهْرِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُوْلُ اجْلِسْ يَا اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ –

৩৪৩৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সাহল ইব্ন সাদ (রা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, মদীনার অমুক আমীর মিম্বরের নিকটে বসে আলী (রা) সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলছে। তিনি বললেন, সে কি বলছে ? সে বলল, সে তাকে আবূ তুরাব (রা) বলে উল্লেখ করছে। সাহল (রা) (একথা শুনে) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, তাঁর এ নাম নবী করীম ﷺ -ই রেখে ছিলেন। এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। আমি (নাম রাখার) ঘটনাটি জানার জন্য সাহল (রা) এর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ আব্বাস, এটা কিভাবে হয়েছিল। তিনি বললেন,(একদিন) আলী (রা) ফাতিমা (র) এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এস মসজিদে শুয়ে রইলেন। (অল্পক্ষণ পর) নবী করীম ﷺ এসে জিজ্ঞাসা

banglainternet.com

করলেন, তোমার চাচাত ভাই (আলী) কোথায় ? তিনি বললেন, মসজিদে। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর চাঁদর পিঠ থেকে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধুলা-বালি লেগে গেছে। রাসূল করীম ﷺ তাঁর পিঠ থেকে ধুলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, উঠে বস হে আবূ তুরাব। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছিলেন।

٣٤٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِىٍّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ؟ قَالَ اَجَلْ قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ، اِنْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَىَّ جَهْدَكَ –

৩৪৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ..... সাদ ইব্ন উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি উসমান (রা)-এর কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন। ইব্ন উমর (রা) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মনে হয় এটা তোমার কাছে খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ (তোমাকে) অপমানিত করুন! তারপর সে ব্যক্তি আলী (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাঁরও কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ দেখ। তাঁর ঘরটি নবী করীম ﷺ -এর ঘরগুলির মধ্যে অবস্থিত এরপর তিনি বললেন, মনে হয় এসব কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। সে বলল, হাঁ। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। যাও, আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তি ব্যয় কর।

٣٤٤٠ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا شَكَتْ مَاتَلْقٰى مِنْ اَثَرِ الرَّحَا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ سَبْىٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا

banglainternet.com

فَذَهَبْتُ لاَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ وَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِىْ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৩৪৪০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদিন (আমার নিকট) অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা (রা) (এক জন গোলাম পাওয়ার আশা নিয়ে) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, আয়েশা (রা)-এর কাছে তাঁর কথা বলে আসলেন। নবী করীম ﷺ যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা (রা) এর আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। (আলী (রা) বলেন।) নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবনা ? (তা হল) তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখর চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আক্‌বার" তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ্" তেত্রিশবার "আল্ হামদুলিল্লাহ্" পড়ে নিবে। এটা খাদিম (যা তোমরা চেয়েছিলে) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

٣٤٤١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَلِىٍّ اَمَاتَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى -

৩৪৪১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালে) আলী (রা)-কেবলেছিলেন,তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে,যেভাবে হারূন (আ)মূসা (আ) এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমিও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ কর।

٣٤٤٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اقْضُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُوْنَ

banglainternet.com

فَاِنِّىْ اَكْرَهُ الْاِخْتِلاَفَ حَتّٰى يَكُوْنَ النَّاسُ جَمَاعَةً اَوْ اَمُوْتُ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِىْ فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرٰى اَنَّ عَامَّةَ مَايُرْوٰى عَنْ عَلِىٍّ اَلْكَذِبُ –

৩৪৪২ আলী ইবনুল জা'দ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেভাবে ফয়সালা করে আসছ সেভাবেই কর কেননা পারস্পরিক বিবাদ আমি অপছন্দ করি। যেন সকল লোক এক দল ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা আমি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হই যেভাবে আমার সাথীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (মুহাম্মদ) ইব্ন সীরীন (র) এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আলী (রা) এর (১ম খলীফা হওয়া সম্পর্কে) যে সব কথা তার থেকে (রাফেযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন।

٢٠٨٩. مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ الْهَاشِمِىْ وَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ

২০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জাফর ইব্ন আবূ তালিব হাশিমী (রা) এর মর্যাদা। নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার সদৃশ

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ دِيْنَارٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَنِّىْ كُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِىْ حَتّٰى لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَبِيْرَ ، وَلاَ يَخْدُمُنِىْ فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ وَكُنْتُ اُلْصِقُ بَطْنِىْ بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لَاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ هِىَ مَعِىْ كَىْ يَنْقَلِبَ بِىْ فَيُطْعِمَنِىْ ، وَكَانَ اَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِىْ بَيْتِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَافِيْهَا –

banglainternet.com

৩৪৪৩ আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, লোকজন (অভিযোগের সুরে) বলে থাকেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আত্মতৃপ্তি নিয়ে পড়ে থাকতাম। ঐ সময়ে আমি সুস্বাদু রুটি ভক্ষণ করি নি, দামী বস্ত্র পরিধান করি নি। তখন কেউ আমার খেদমত করত না। এবং আমি ক্ষুধার জ্বালায় পাথরময় যমিনের সাথে পেট চেপে ধরতাম। কোন কোন সময় কুরআনে কারীমের আয়াত বিশেষ, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম যেন, তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কিছু আহারের ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকীনদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। তিনি প্রায়ই আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন এবং যা ঘরে থাকত তাই আমাকে আহার করিয়ে দিতেন। (কোন সময় এমন হত যে তাঁর ঘরে কিছুই থাকেনা) ঘিয়ের শূন্য পাত্র এনে তিনি আমাদের সামনে তা ভেঙ্গে দিতেন আর তা চেটে খেতাম।

٣٤٤٤ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يَقَالَ كُنْ فِىْ جَنَاحِىْ كُنْ فِىْ نَاحِيَتِىْ كُلْ جَانِبَيْنِ جَنَاحَانِ –

৩৪৪৪ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ..... শাবী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখন জাফর (রা) এর ছেলে (আবদুল্লাহ) কে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে, দু'বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র।[১] আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন, বলা হয় كُنْ فِىْ جَنَاحِىْ অর্থ তুমি আমার পাশে থাক। প্রত্যেক বস্তুর দু'পাশকে দু'বাহু বলা হয়।

٢٠٩٠ ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২০৯০. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) এর আলোচনা

٣٤٤٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ

banglainternet.com

১. মূতা যুদ্ধে প্রথমে জাফর (রা)-এর এক বাহু কর্তিত হয়, তারপর অপর বাহু। এরপর তিনি শহীদ হন। নবী করীম (সা) জান্নাতে তাঁর বাহু সংযোজনের সুসংবাদ দান করেন।

اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَحِطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا ، وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا ﷺ فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ -

৩৪৪৫ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) (এর খিলাফত কালে) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তলিব (রা) এর ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর ﷺ ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করতাম তুমি (আমাদের দু'আ কবূল করে) বৃষ্টি বর্ষণ করতে, এখন আমরা আমাদের নবী ﷺ এর চাচা আব্বাস (রা)-এর ওয়াসিলায় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।

٢٠٩١ بَابُ مَنَاقِبُ قَرَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আত্মীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমা (রা) বিন্‌তে নবী ﷺ -এর মর্যাদা। নবী ﷺ বলেছেন, ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাগণের সরদার

٣٤٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَرْسَلَتْ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِيْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَزِيْدُوْا عَلَى الْمَاْكَلِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ، ثُمَّ

banglainternet.com

قَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ وَذَكَرَقَرَابَتَهُمْ مِنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ -

৩৪৪৬ আবুল ইয়ামান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) এর নিকট ফাতিমা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করলেন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিনাযুদ্ধে দান করেছিলেন, যা তিনি সাদ্কা স্বরূপ মদীনা, ফাদাকে রেখে গিয়েছিলেন এবং খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ হতে যে অবশিষ্ট ছিল তাও। আবূ বকর (রা) (তার উত্তরে) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণের মালের ওয়ারিস কেউ হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদ্কা। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ এ মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্র মাল থেকে খেতে পারবে। তবে (আহারের জন্য) প্রয়োজনের অধিক নিতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম, আমি নবী করীম ﷺ -এর পরিত্যক্ত মালে তাঁর যুগে যেমন নিয়ম ছিল তার পরিবর্তন করব না। আমি অবশ্যই তা করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করে গেছেন। এরপর আলী (রা) শাহাদত (হামদ-সানা) পাঠ করে বললেন, হে আবূ বকর ! আমরা আপনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁদের যে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা এবং তাঁদের অধিকারের কথাও উল্লেখ করলেন। আবূ বকর (রা)ও এ বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি।

٣٤٤٧ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ -

৩৪৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব (র) ..... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে।

٣٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

banglainternet.com

৩৪৪৮ আবু ওয়ালিদ (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফাতিমা আমার (দেহের) টুক্‌রা। যে তাঁকে কষ্ট দিবে, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ فَسَاَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَرَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اِلَيَّ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ –

৩৪৪৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ওফাতের সময় যে রোগে আক্রান্ত হন তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) চুপিচুপি কি যেন তাঁকে বললেন, তিনি এতে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁকে ডেকে পুনরায় চুপিচুপি কি যেন বললেন, এবারে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে এ (হাসি-কান্নার) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন, এতে আমি কাঁদতে শুরু করি। এরপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবার বর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, তখন আমি হাসতে শুরু করি।

٢٠٩٢ مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ ﷺ سُمِّيَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهِمْ

২০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রা) এর মর্যাদা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ-এর হাওয়ারী ছিলেন। (বিশেষ সাহায্যকারী) (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) হাওয়ারীকে তাদের কাপড় সাদা হওয়ার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে

٣٤٥٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيْدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتّٰى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصٰى فَدَخَلَ

banglainternet.com

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ وَقَالُوْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أُخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوْا الزُّبَيْرُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَخَيْرُ هُمْ مَا عَلِمْتُ ، وَاِنْ كَانَ لَاَحَبُّهُمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

৩৪৫০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) ..... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) কঠিন নাকের পীড়ায় (নাক দিয়ে রক্তপাত) আক্রান্ত হলেন (একত্রিশ হিজরী) সনে যে সনকে নাকের পীড়ার সন বলা হয় এ কারণে তিনি ঐ বছর হজ্জ পালন করতে পারলেন না এবং ওসিয়াত করলেন। ঐ সময় কুরাইশের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কাউকে আপনার খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি একথা বলেছে ? সে বললো, হাঁ, উসমান (রা) বললেন, বলতো কাকে (মনোনীত করব) ? রাবী বলেন তখন সে ব্যক্তি নীরব হয়ে গেল। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসল, (রাবী বলেন) আমার ধারণা সে হারিস (ইব্ন হাকাম মারওয়ানের ভাই) ছিল। সেও বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি চায় ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কাকে ? রাবী বলেন সে নীরব হয়ে গেল। উসমান (রা) বললেন, সম্ভবতঃ তারা যুবায়র (রা) এর নাম প্রস্তাব করেছে। সে বলল, হাঁ। উসমান (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার জানামতে তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং নবী করীম ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন।

٣٤٥١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيْلَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ اَلزُّبَيْرُ ، قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلَاثًا –

৩৪৫১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, তা কি বলাবলী হচ্ছে ? সে বলল, হাঁ, তিনি হচ্ছেন যুবায়র (রা)। এই শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম তোমরা নিশ্চয়ই জান যে যুবায়র (রা) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

banglainternet.com

٣٤٥٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ هُوَ ابْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىًّ وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ –

৩৪৫২ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র (রা)।

٣٤٥٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ جُعِلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فِى النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلٰى فَرَسِهٖ يَخْتَلِفُ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَااَبَتِ رَاَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوَ هَلْ رَاَيْتَنِىْ يَابُنَىَّ ، قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَاْتِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَيَاْتِيْنِىْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ –

৩৪৫৩ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং উমর ইব্ন আবূ সালামা (স্বল্প বয়সের কারণে) মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ (আমার পিতা) যুবায়েরকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার অথবা তিন বার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, হে আব্বা আমি আপনাকে (বনী কুরায়যার দিকে) কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে ? তখন (সে কাজে) আমিই গিয়ে ছিলাম। (সংবাদ নিয়ে) যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

banglainternet.com

٣٤٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ اَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهٖ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضَرَبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ –

৩৪৫৪ আলী ইব্ন হাফস (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহীদগণ যুবায়েরকে বললেন, আপনি কি আক্রমণ কঠোরতর করবেন না ? তা হলে আমরাও আপনার সাথে (সর্বশক্তি নিয়ে) আক্রমণ করব। এবার তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা তাঁর কাঁধে দু'টি আঘাত করল। ক্ষতদ্বয়ের মধ্যে আরো একটি ক্ষতের চিহ্ন ছিল যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষতস্থানগুলিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম।

٢٠٩٣ بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

২০৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ তাল্‌হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) -এর মর্যাদা। উমর (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমৃত্যু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٥٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِيْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا –

৩৪৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে এক যুদ্ধে (ওহোদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে কোন এক সময় তালহা ও সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। আবূ উসমান (রা) তাঁদের উভয় থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٣٤٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِىْ وَقٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ –

৩৪৫৬ মুসাদ্দাদ (র) ..... কাইস ইব্ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-এর ঐ হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ হতে) নবী করীম ﷺ -কে হিফাযত করেছিলেন।

٢٠٩٤. بَابُ مَنَاقِبُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ الزُّهْرِىِّ وَبَنُوْ زُهْرَةَ اَخْوَالُ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ

২০৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাস যুহরীর (রা) মর্যাদা। বনূ যুহ্‌রা নবী করী ﷺ -এর মামার বংশ। তিনি হলেন সা'দ ইব্ন মালিক

٣٤٥٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ –

৩৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে নবী ﷺ তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে (বলে) ছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হউক)।

٣٤٥٨ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاَنَا ثُلُثُ الْاِسْلَامِ–

৩৪৫৮ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাকে খুব ভালভাবে জানি, ইসলাম গ্রহণে আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি।(পুরুষদের মধ্যে)

٣٤٥٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِى الْيَوْمِ

banglainternet.com

الَّذِيْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيْ لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ * تَابَعَهُ اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ –

৩৪৫৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার জানা মতে) যে দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন (এর পূর্বে খাদীজা (রা) ও আবূ বকর (রা) ব্যতীত) অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমি সাতদিন এমনিভাবে অতিবাহিত করেছি যে আমি ইসলাম গ্রহণে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اِنِّيْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ اَوِ الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْا اَسَدٍ تُعَزِّرُنِيْ عَلَى الْاِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ وَكَانُوْا وشَوَّابِهِ اِلٰى عُمَرُ قَالُوْا لَايُحْسِنُ يُصَلِّيْ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ ثَلَثَ الْاِسْلَامِ يَقُوْلُ وَاِنَّا ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ –

৩৪৬০ আম্‌র ইব্‌ন আওন (র) ..... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে থেকে লড়াই করেছি। তখন গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন আহার্য ছিল না এমনকি আমাদেরকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু) উট অথবা ছাগলের ন্যায় বড়ির মত মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন (এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) বনূ আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমলসমূহ বৃথা যাবে। বনূ আসাদ উমর (রা) এর নিকট সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সালাত আদায় না করার অভিযোগ করেছিল। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি একথা দ্বারা তিনি বলতে চান যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে যারা প্রথমে ইসলাম এনেছিল আমি এদের তিনজনের তৃতীয়।

banglainternet.com

٢٠٩٥. بَابُ ذِكْرُ اَصْهَارِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ اَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيْعِ

২০৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর জামাতা সম্পর্কে বর্ণনা। আবুল আস ইব্‌ন রাবী (র) তাদের মধ্যে একজন

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ ، فَحَدَّثَنِيْ وَصَدَقَنِيْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ وَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَسُوْءَهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ ، وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مَسْوَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ -

৩৪৬৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জেহেলের কন্যাকে আলী (রা) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমা (রা) এই সংবাদ শুনতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের খাতিরে রাগান্বিত হন না। আলী তো আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (এ শুনে) খুত্‌বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিস্‌ওয়ার বলেন) তিনি যখন হাম্‌দ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল আস ইব্‌ন রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলোম। সে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর (শোন) ফাতিমা আমার (স্নেহের) টুক্‌রা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ে এবং

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র চরম দুশমনের মেয়ে একই ব্যক্তির কাছে একত্রিত হতে পারে না। (একথা শুনে) আলী (রা) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হালহালা (র) ..... মিস্‌ওয়ার (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বনী আবদে শামস গোত্রে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেন, সে আমাকে যা বলেছে– সত্য বলেছে। যা অঙ্গীকার করেছে, তা পূরণ করেছে।

٢٠٩٦. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا

২০৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা) এর মর্যাদা। বারা (র) বলেন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধু

٣٤٦٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ تَطْعَنُوا فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهٗ –

৩৪৬২ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা)কে উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর অধিনায়কত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। (ইহা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তার নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের সমালোচনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, এরপূর্বে তার পিতার (যায়েদের) নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই সে (যায়েদ) নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়জনদের মধ্যে একজন ছিল। তারপর তার পুত্র (উসামা) আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

banglainternet.com

٣٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَضْطَجِعَانِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْجَبَهُ فَاَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ –

৩৪৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক কায়িফ (রেখা চিহ্ন বিশেষজ্ঞ) আসে, সে সময় নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন। উসামা (রা) ও তাঁর পিতা (পা বাইরে রেখে উভয়ই একটি চাদরে শরীর আবৃত করে) শুয়ে ছিলেন। কায়িফ (তাদের শুধু পা দেখে বলে উঠল, এ পাগুলো একটি অন্যটির অংশ। রাবী বলেন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে (কায়িফের মন্তব্যটি) আয়েশা (রা) কেও অবহিত করলেন।[১]

٢٠٩٧. بَابُ ذِكْرِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

২০৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর আলোচনা

٣٤٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ ارء الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

৩৪৬৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক মহিলার চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) ব্যতীত কে আর তাঁর নিকট (সুপারিশ করার) সাহস করবে ?

٣٤٦٥ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَهَبْتُ اَسْاَلُ الزُّهْرِيَّ عَنْ

banglainternet.com

১. ব্যাপার ছিল এই যে, জাহেলী যুগে উসামা (রা) এর পিতৃত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করত, যেহেতু উসামা (রা) ছিলেন কাল এবং তাঁর পিতা যায়েদ (রা) ছিলেন গৌরবর্ণ। নবী করীম (সা) আনন্দিত হলেন একারণে যে, যেহেতু তারা কায়িফের মন্তব্যে বিশ্বাসী ছিল। সেহেতু তার বক্তব্যে তাদের সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়ে গেল।

حَدِيْثِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَصَاحَ بِيْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ اَحَدٍ قَالَ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عروة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ امْرَاَةً مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْهَا فَلَمْ يَجْتَرِئْ اَحَدٌ اَنْ يُكَلِّمَهُ لكلمه اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ مِنْهُمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا –

৩৪৬৫ আলী (র) ..... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, দেখত, এ ব্যাপারে কে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলতে পারবে ? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামা (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, বনী ইসরাইল তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে (বিচার না করে) ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। (আমার কন্যা) ফাতিমা (রা) (চুরির অপরাধে দোষিণী) হলেও (আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করুন) তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম।

٣٤٦٦ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُوْنُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اِلٰى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هٰذَا ؟ لَيْتَ هٰذَا عِنْدِيْ ، قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ ، اَمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ اُسَامَةَ قَالَ فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْاَرْضِ ، ثُمَّهَ قَالَ لَوْ رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ –

৩৪৬৬ হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন দিনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, মসজিদের এক কোণে তার কাপড় টেনে নিচ্ছে, তিনি বললেন, দেখতো, লোকটি কে ? সে যদি আমার নিকট থাকত (তবে আমি তাকে সদুপদেশ দান করতাম) তখন একজন তাঁকে বলল, হে আবূ আবদুর রাহমান, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি উসামা

banglainternet.com

(রা)-এর পুত্র মুহাম্মদ। এ কথা শুনে ইব্ন উমর (রা) মাথা নীচু করে দু'হাত দিয়ে মাটি আছড়াতে লাগলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই আদর করতেন।

٣٤٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّىْ أُحِبُّهُمَا ، وَقَالَ نُعَيْمٌ عِنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ مَوْلٰى لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ ، وَكَانَ اَيْمَنُ اَخَا اُسَامَةَ لِاُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاٰهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اُعِدْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ مَوْلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ ، فَقَالَ اُعِدْ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ لِىْ ابْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ : الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَاٰى هٰذَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ فَذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّ اَيْمَنَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَ حَاضِنَةَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৬৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... উসামা ইব্ন যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে (কোলে) তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ভালবাস। আমিও এদেরকে ভালবাসি। মু'আইয (র) উসামা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম (হারমালা) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সে আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের (রা) এর সঙ্গে ছিল। তখন (উসামা (রা) এর বৈপিত্রীয়) ভাই হাজ্জাজ ইব্ন আয়মান (মস্‌জিদে) প্রবেশ করল, এবং সালাতে রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেনি। ইব্ন উমর (রা) তাকে বললেন, সালাত পুনরায় আদায় কর। যখন সে

banglainternet.com

চলে গেল তখন ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইব্‌ন আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মান। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে দেখতেন তবে স্নেহ করতেন। তারপর এ পরিবারের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কত ভালবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং উম্মে আয়মানের সন্তানদের কথাও বললেন। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন আমার কোন কোন সাথী আরো বলেছেন যে উম্মে আয়মান (রা) নবী করীম ﷺ-কে শিশুকালে কোলে নিয়েছেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন আয়মন ইব্‌ন উম্মে আয়মন (র) আর আয়মান ছিলেন উসামা (র) এ বৈপিত্রীয় ভাই হাজ্জাজ হলেন এক আন্‌সারী ব্যক্তি। ইব্‌ন উমর (রা) তাকে দেখলেন যে সে সালাতে রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করছেন না। তখন তিনি তাকে বললেন, পুনরায় সালাত আদায় কর। আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান (র).... হারমালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর ধাত্রী।

٢٠٩٨. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২০৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এর মর্যাদা

٣٤٦٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَأٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا اَعْزَبَ وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِيْ فَذَهَبَابِيْ اِلَى النَّارِ ، فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ ، وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ ، فَقَالَ لِيْ لَنْ تُرَعَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَايَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

banglainternet.com

৩৪৬৮ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জীবনকালে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে, তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করতেন। আমিও স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতাম এ উদ্দেশ্যে যে তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। আমি ছিলাম অবিবাহিত একজন তরুণ যুবক। তাই আমি নবী করীম ﷺ -এর যুগে মস্‌জিদেই ঘুমাতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে জাহান্নামের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে কূপের ন্যায় তার দু'টি উঁচু পাড়ও রয়েছে। তাতে এমন এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আমি ছিনতে পারলাম। তখন আমি أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ (জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি) বার বার পাঠ করতে লাগলাম। তখন তৃতীয় একজন ফিরিশ্‌তা তাদের দু'জনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, ভয় করোনা (এরপর আমি জেগে গেলাম) স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর নিকট বললাম। তিনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত ভাল মানুষ। যদি সে শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করত (তবে আরও ভাল হত) (তাঁর পুত্র) সালিম (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) রাতে অতি অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৩৪৬৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট বলেছেন যে, আবদুল্লাহ অত্যন্ত নেক ব্যক্তি।

٢٠٩٩. بَابُ مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২০৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ আম্মার ও হুযায়ফা (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ : اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ إِلَى جَنْبِيْ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقُلْتُ إِنِّيْ دَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا ، فَيَسَّرَكَ لِيْ ، قَالَ

banglainternet.com

مِمَّنْ اَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ اَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَلَيْسَ فِيْكُمُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ لَايَعْلَمُ اَحَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللّٰهِ ، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَ الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِيَّ –

৩৪৭০ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম (সেখানে পৌছে) দু' রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। তারপর আমি একটি জামাআতের নিকট এসে তাদের নিকট বসলাম। তখন একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে ? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবূ দারদা (রা)। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেক্কার সাথীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা ? আমি বললাম, আমি কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, (নবী করীম ﷺ-এর) জুতা, বালিশ এবং অজুর পাত্র বহনকারী সর্বক্ষণের সহচর ইব্ন উম্মে আবদ (রা) কি তোমাদের ওখানে নেই ? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন ? (অর্থাৎ আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্য অভিজ্ঞ লোকটি নেই ? যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব রহস্য জানেন না (অর্থাৎ হুযায়ফা (রা) তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা وَاللَّيْلِ কি ভাবে পাঠ করতেন ? তখন আমি তাকে সূরাটি পড়ে শুনালাম ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এ ভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১]

٣٤٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللّٰهُمَّ يَسِّرْلِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اِلٰى اَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ اَنْتَ ؟

banglainternet.com

১. প্রচলিত কিরআতে সূরাটির এ অংশে আছে ঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ দারদা (রা)-এর কিরাআতে وَمَا خَلَقَ শব্দটি নাই। অবশ্য এতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْمِنْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ يَعْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَمَّارًا، قُلْتُ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبِ السِرِّ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ ، قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ اَوْ لَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ اَوِ السَّوَادِ ؟ قَالَ بَلٰى ، قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى عُلْتُ وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى قَالَ مَازَالَ بِىْ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُوْا يَسْتَنْزِلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩৪৭৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকামা (র) একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্, আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। তখন তিনি আবূ দারদা (রা)-এর নিকট গিয়ে বসলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা। আমি বললাম, কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জবানীতে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আম্মার (ইব্ন ইয়াসির) (রা)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি কি নেই যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না ? অর্থাৎ হুযায়ফা (রা)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর মিস্ওয়াক ও সামান বহনকারী (নিত্য সহচর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)) নেই ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আবদুল্লাহ وَاللَّيْلِ কিভাবে পাঠ করেন। আমি বললাম وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়েন। তখন তিনি বললেন, (এভাবে পড়ার কারণে) নবী করীম ﷺ থেকে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (সিরিয়াবাসী) তা থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

٢١٠٠. بَابُ مَنَاقِبِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০০. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ উবাইদা ইব্ন জার্রাহ (রা)-এর মর্যাদা

banglainternet.com

٣٤٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا خَلِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ

اَمِيْنًا وَاِنَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ –

৩৪৭২ আমর ইব্ন আলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমীন (অত্যন্ত বিশ্বস্ত) ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এই উম্মতের মধ্যে আমীন ব্যক্তি হচ্ছে আবূ উবাইদা ইব্ন জার্‌রাহ (রা)।

٣٤٧٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَهْلِ نَجْرَانَ لَاَبْعَثَنَّ حَقَّ اَمِيْنٍ ، فَاَشْرَفَ اَصْحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ–

৩৪৭৩ মুসলিম ইব্ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি (তোমাদের ওখানে) এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন অত্যন্ত আমীন ও বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি ﷺ আবূ উবাইদা (রা)-কে পাঠালেন।

٢١٠١. بَابُ ذِكْرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

২১০১. পরিচ্ছেদ ঃ মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা)-এর বর্ণনা

٢١٠٢. بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِىُّ ﷺ الْحَسَنَ

২১০২. পরিচ্ছেদ ঃ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা। নাফি ইব্ন জুবাইর (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেছেন

٣٤٧٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِلٰى جَنْبِهِ يَنْظُرُ اِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَاِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

banglainternet.com

৩৪৭৪ সাদাকা (ইব্ন ফায্ল) (র) ..... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান (রা)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান (পৌত্র) সায়্যেদ (নেতা) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিয়ে দিবেন।

٣٤٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا –

৩৪৭৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে মহব্বত করি, আপনিও এদেরকে মহব্বত করুন। অথবা এরূপ কিছু বলেছেন।

٣٤٧٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَاْسِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجُعِلَ فِىْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِىْ حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ –

৩৪৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের সম্মুখে হুসাইন (রা)-এর (বিচ্ছেদকৃত) মস্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইব্ন যিয়াদ তাঁর (নাকে মুখে) খুচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কটূক্তি করল। আনাস (রা) বললেন, (নবী করীম ﷺ-এর পরিবার বর্গের মধ্যে) হুসাইন (রা) গঠন ও আকৃতিতে নবী করীম ﷺ-এর অবয়বের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (শাহাদত বরণকালে) তাঁর চুল ও দাঁড়িতে ওয়াসমা (এক প্রকার পাতার রস) দ্বারা কলপ লাগানো ছিল।

٣٤٧٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ –

banglainternet.com

৩৪৭৭ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসানকে নবী ﷺ -এর কাঁধের উপর দেখেছি। তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

٣٤٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُوْلُ بِاَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ ﷺ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِىٍّ وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ -

৩৪৭৮ আবদান (র) ..... উক্বা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বক্র (রা)-কে দেখলাম, তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এ-ত নবী করীম ﷺ -এর সদৃশ, আলীর সদৃশ নয়। তখন আলী (রা) (নিকটেই দাঁড়িয়ে) হাঁসছিলেন।

٣٤٧٩ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَصَدَقَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৭৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মায়ীন ও সাদাকা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন কর।

٣٤٨٠ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهَ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنَا اَنَسٌ -

৩৪৮০ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর পরিবারে হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর চেয়ে নবী ﷺ-এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না। আবদুর রায্যাক (র) ..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٤٨١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ نُعَيْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَسَاَلَهُ

banglainternet.com

رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ ، فَقَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

৩৪৮১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইহ্‌রামের অবস্থায় মশা-মাছি মারা জায়েয আছে কি ? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাতীকে হত্যা করেছে। নবী ﷺ বলতেন, হাসান ও হুসাইন (রা) আমার কাছে দুনিয়ার দু'টি পুষ্প বিশেষ।

٢١٠٣ بَابُ مَنَاقِبِ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ

২১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বকর (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (রা)-এর মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেন, (হে বিলাল) জান্নাতে আমি তোমার জুতার শব্দ আমার আগে আগে শুনেছি

٣٤٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلاَلاً –

৩৪৮২ আবূ নু'আঈম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলতেন, আবূ বকর (রা) আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল (রা)-কে।

٣٤٨٣ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ لاَبِيْ بَكْرٍ : اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِنَفْسِكَ فَاَمْسِكْنِيْ وَاِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيْ لِلّٰهِ فَدَعْنِيْ وَعَمَلَ اللّٰهِ –

৩৪৮৩ ইব্‌ন নুমাইর (র) ..... কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আমাকে ক্রয় করে থাকেন তবে আপনার খেদমতেই

banglainternet.com

আমাকে রাখুন আর যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের (আযাদ করার) আশায় আমাকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ দান করুন।

٢١٠٤. مَنَاقِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

২১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মর্যাদা

٣٤٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى صَدْرِهٖ وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ –

৩৪৮৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্, তাকে হিক্‌মত শিক্ষা দান করুন।

٣٤٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْحِكْمَةَ الْاِصَابَةُ فِيْ غَيْرِ النُّبُوَّةِ –

৩৪৮৫ আবূ মামার (র) ..... আবদুল ওয়ারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ এ কথাটিও বলেছিলেন) ইয়া আল্লাহ্, তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন। মূসা (রা) ..... খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন الحكمة অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা।

٢١٠٥. بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) এর মর্যাদা

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ

banglainternet.com

فَاُصِيْبَ ثُمَّ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -

৩৪৮৬ আহমদ ইব্ন ওয়াকিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মূতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী যায়েদ (ইব্ন হারিসা) জাফর (ইব্ন আবূ তালিব) ও (আবদুল্লাহ্) ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই আমাদিগকে শুনিয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যায়েদ (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনি যখন এ কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (এরপর বললেন) আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম বিশিষ্ট তরবারী (খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)) পতাকা উঠিয়েছেন অবশেষে আল্লাহ্ মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

٢١٠٦. بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ হুযায়ফা (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম (রা)-এর মর্যাদা

٣٤٨٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهٖ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ وَلَا اَدْرِىْ بَدَأَ بِاُبَىٍّ اَوْ بِمُعَاذٍ -

৩৪৮৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই ব্যক্তিকে ঐদিন থেকে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ সর্বপ্রথম তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে কার নাম আগে উল্লেখ করছিলেন শুধু এ কথাটুকু আমার স্মরণ নেই।

banglainternet.com

find more @ next part, only on banglainternet.com